শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মননশীল পত্রিকা

নবী সংকলন

১৪৪২ হিজরী, নভেম্বর ২০২০

"মহম্মদের নামের মহিমা
করো উজ্জ্বল ধরণী তলে"

'পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর
বিধির বিধান সত্য হোক।
খোদার উপর খোদকারী তোর
মানবে আর সর্বলোক'।

আলো ও অন্ধকার সমান নয়

নবীবাদ ও অবতারবাদ

ইসলাম ও বাস্তবতা

সুরা-কাহাফ ও দাজ্জাল

আল-কোরআনের সাথে কথোপকথন

ভারত কী ফ্যাসীবাদের দিকে এগোচ্ছে ?

ইবনুয যবীহাতাইন হজরত মহম্মদ (দ:)

ফ্রান্সের বোকামী

অন্ধকার যুগের অবসান

"তৌহিদেরই মুর্শিদ
আমার মহম্মদের
নাম"

Scanned with CamScanner

নবী সংকলন

রবিউল আওয়াল
১৪৪২ হিজরী
নভেম্বর ২০২০

সম্পাদক ও প্রকাশক
সাইফুর রহমান

প্রকাশিত:
শিরাকোল,
দ: ২৪ পরগনা

বিজ্ঞাপনে
নাসিম হাসান ও
আব্দুস সামাদ

প্রচ্ছদ ভাবনা
নাসিম হাসান

যোগাযোগ
9123638692
9073644744

অক্ষর বিন্যাসে ও মুদ্রনে :
প্রিন্টিং আর্ট, কোলকাতা - ৯

হাদিয়া - ২৫/-

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয় - আলো ও অন্ধকার সমান নয়		০৩
ইসলাম ও বাস্তবতা	নাসীর আহমদ	০৫
নবীবাদ ও অবতারবাদ	আঃ সামাদ	০৮
সূরা-কাহাফ ও দাজ্জাল	আলি আব্বাস	১১
অন্ধকার যুগের অবসান	পর্যবেক্ষক	১৪
পবিত্র কোরআন চর্চা	নাসীর আহমদ	১৫
ভারত কি ফ্যাসীবাদের দিকে এগোচ্ছে ?	সেখ আবুতালেব	১৬
আহমদ শাহ আবদালী	ইবনে আব্দুর রসিদ	২০
আল কুরানের সাথে কথোপকথন	আনসারুল আব্বাস	২১
ফ্রান্সের বোকামী	নুর আমিন	২২
ইমনুয যবীহাতাইন হযরত মহম্মদ (দ:)	সেখ সামাদুল করিম	২৪
হিন্দুরা আজ বেরাদারানে হিন্দ	প্রভাকর গুপ্ত	২৬
ধ্বংসের পথে যুবসমাজ	আনসারুল আব্বাস	২৮
মহাথির মহম্মদ উত্থান ও পতন	নাসিম হাসান	৩০
তোমার অসময়টা দাও (কবিতা)	নাসিম হাসান	৩২
আমি পর্দা বিরোধী (কবিতা)	আনসারুল আব্বাস	৩২

Scanned with CamScanner

আলো ও অন্ধকার সমান নয়

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

আল্লাহ পাক আসমান যমীনের নূর। তিনি মানবজাতির আদিপিতা আদমকে (আ:) জ্ঞানের আলো দিয়েই পাঠিয়েছিলেন আর শয়তানকে পাঠিয়েছিলেন অন্ধকারের জীব হিসাবে। কিন্তু কাউকে সার্বভৌম ক্ষমতা দেননি, দিয়েছিলেন তাঁর সার্বভৌমত্বের অধীনে স্বায়ত্তশাসন এই সিমীত ক্ষমতা লংঘন করলেই তিনি আযাবের চাবুক লাগাবেন। ফলে পৃথিবীতে যেখানেই অন্ধকার যুগ প্রবল হয়ে সবকিছুকে গ্রাস করেছে সেখানেই ঐশীদূত হিসাবে নবী, পয়গম্বর, তীর্থংঙ্করা এসেছিলেন। বর্ণবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা মনজ্ঞমনার বশবর্তী হয়ে এক রাট সম্রাট হয়ে মানুষকে তাদের গোলামী করতে বাধ্য করত। তাদের হেদায়েতের বা পথ প্রদর্শনের জন্য তাদের মধ্যে থেকেই এক সমুন্নত চরিত্রের অধিকারী মানুষকে উত্থিত করেছেন। দুনিয়া পূজা করে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধীতা করে তাদের হত্যা করেছে। এ ধরণের এক যুগান্তকারী মহামানব ছিলেন গ্রীসের নগর রাষ্ট্র এথেন্সের মহাত্মা সক্রেটিস। তিনি পুরোহিত-পান্ডা-রাজা-বাদশা তাদের পরিষদবর্গের বিরোধিতা করে মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে Kingdom of God প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে বিনা দোষে বিচারের প্রহসন করে হত্যা করা হয়। আজ তাঁর মৃত্যুর প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে অভিশপ্ত গ্রীক জাতির আদালত স্বীকার করেছে যে সক্রেটিস নির্দোষ ছিল। গ্রীক জাতির নগররাষ্ট্র আদালত ছিল অপরাধী। এমনি ভাবেই মহাত্মা ঈশা (আ:) বা যিশুকেও শূলদন্ডে দন্ডিত করা হয়। গ্রীক সাম্রাজ্যবাদীদের পর রোমান সাম্রাজ্যবাদীরা একাজ করেছিল। রোমানদের গোলাম বেহুদা ইহুদীরা একাজ করেছিল। তাদের নামই হয়ে গিয়েছিল বেহুদা অথচ আদিতে ইসরাঈল বা নবীদের আনীত আলোকের উত্তরাধিকারী ছিল। হযরত ঈশাকে (আ:) ইহুদীদের হেদায়েতের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য পাঠান হয়। কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য অভিশপ্ত হয় আর খৃষ্ট ভক্তরা সাম্রাজ্যবাদী হওয়ার কারণে অভিশপ্ত হয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবীতে পৌত্তলিকতা ও বস্তুবাদের উত্থান হয়। মানবতা সব দিক থেকেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বিশ্বনবী হিসাবে নূরনবী হযরত মহম্মদকে (দ:) পাঠান হয়। তিনি দিল্লী থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত এক আলোকিত ঐশীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্যাগান, ইহুদী, খৃষ্টান স্বধর্মীদের সদ্ধর্মে দিক্ষীত করেন। তিনি রোম - পারস্য ও ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যবাদীদের, পৃথ্বীরাজদের উৎখাতের মাধ্যমে, তথাকথিত ধর্মহীন নবজাগরণের ফলে ইংগ-মার্কিন ইহুদী খৃষ্টান যুগ্ম চক্রান্তের ফলে খেলাফতের পতন হয় ১৯২৪ সালে। এখন ইমামত ও খেলাফতের উত্থান শুরু

Scanned with CamScanner

হয়েছে, নগর রাষ্ট্র সমূহের নাগরিক সভ্যতার বিকৃত বুদ্ধির কারণে। এই বুদ্ধিবাদ, যুক্তিবাদের মধ্যে বোধি ও অহি না থাকার ফলে। বিশ্বনবীকে নিয়ে শতাব্দী যাবৎ নানা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। শান্তির দূতকে জংগী আখ্যা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স ক্রুর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে সাম্রাজ্য হারানোর ফলে।

দেওয়ালের লেখা পড়তে পারলে তারা দেখতে পারতেন যে তাদের ন্যাংটো ক্লাব ও ন্যাংটোজোট পশ্চাদপসরণ করছে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্যএশিয়া ও এশিয়া মাইনর থেকে। খোরাসান থেকে আবার এক মহাশক্তির উত্থান হবে শাত্তিল আরবকে কেন্দ্র করে। আবার দারুল-ইসলাম, দারুল-আবীর, দ্বারে-বাঙ্গাল, বুদ্ধগয়ায় সারনাথের আলো উদভাসিত হতে চলেছে। বিহার-শরীফ ও পাটলিপুত্রে কলিঙ্গ ও চন্ডাশোকের রাজত্ব ক্ষীয়মান হয়ে ধর্মালোকের উত্থান হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের ফলে কলিঙ্গদের কৌপিনধারীদের, নারী নির্যাতকদের, শিশুবধকারী শিশুনাগদের শাসন শিথিল হয়ে আসছে। মারাঠা বর্গীদের দিন বেশীদিন চলতে পারবেনা। ইতিহাসের কালচক্র ঘুরতে শুরু করেছে। যিনি All in One অল্লম, সত্যম, শিবম, মঙ্গলম যিনি আসমান-যমীনের নূর তিনি আসহাবে কাহাফদের আবার জাগ্রত করে দেবেন।

রহমান জরি স্টোর্স

এখানে সমস্ত রকম শাড়িতে জরীর কাজ করানো হয়।
এবং সমস্ত শাড়ি সালোয়ার সুট, লেঙ্গা, কেনা বেচা হয়।

প্রো : সেখ আতিয়ার রহমান
Mob. : 9836766414/08981888664
Gangarampur More,Uluberia, Howrah Pin-711316

হালাল মুরগীর (গোস্ত) বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিঃদ্রঃ- এখানে ক্যাটারিং-এর সুব্যবস্থা আছে।

এখানে খুচরা ও পাইকারী রেটে মুরগীর গোস্ত সাপ্লাই করা হয়।

প্রোঃ- মুসীর আহমদ

সমরুক হাট (হাইস্কুল গেটের সামনে)
সমরুক উলুবেড়িয়া হাওড়া

Scanned with CamScanner

ইসলাম ও বাস্তবতা

নাসীর আহমদ—

জগতে ইসলামের উত্থানের মূলে ছিল বাস্তবতা। আল্লাহ পাক বাস্তব, রসূল বাস্তব, দ্বীনও (ঐশী জীবন ব্যাবস্থা বাস্তব)। বাস্তবের মোকাবেলায় অবাস্তব, কল্পনাবিলাস টিকতে পারেনা। কল্পনা হলো স্বকপোল কল্পিত অর্থাৎ নফসের উদ্ভাবিত, নফস বা প্রবৃত্তির আকাশ কুসুম কল্পনা। ফলে তা রামধনুর মতো মিলিয়ে যায়। স্বধর্ম স্বদেশও মনগড়া হওয়ার কারণে এসব আপাত বাস্তবতা বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায়। কারণ এর মধ্যে বদবু (দুর্গন্ধ) আছে।

ইসলাম কারও মনকি বাত নয়। কারও মন ভুলানো রঙীন কল্পনার ফানুস নয়। ফিজিকসের কোন অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব আপাত। এ নশ্বর যেমন আমাদের দেহ নশ্বর। যা প্রকৃত তা হলো আত্মা। অবিনশ্বর। পরমাত্মাও অবিনশ্বর, শাশ্বত। পবিত্র কোরানও অবিনশ্বর। রেসালাতও অবিনশ্বর। তিনি মাকামে মাহমুদে বিরাজ করবেন। তিনি ইমামুল মুরসালিন। যতদিন যাবে তাঁর নামের মহিমাও তত উজ্জ্বলতর হবে। মরক্কের মরু, চীনের পল্লী সর্বত্র তা বিস্তৃত হয়ে যাবে। আমাদের দেশ ভাবত বাবা আদমের (আ:) এ হলো আমাদের বাবা ঘেলের দেশ। এ হলো মহামানব মনুর (নূহ) দেশ যিনি মানুষের দ্বিতীয় পিতৃ স্থানীয়। আদমকুলের প্লাবনে ধ্বংস হওয়ারপর তাঁর বংশ ও অনুচররা পৃথিবীর পরিচালক। তাঁর মাধ্যমে মানব জাতির নবজন্ম হয়েছে। এজন্য আল্লাহ-পাক বলেছেন সালামুন আলানুহেল ফিল আলামিন অর্থাৎ সারা জগতবাসীর মধ্যে নূহের প্রতি সালাম তিনি না থাকলে সারা মানবজাতি শেষ হয়ে যেতো। তাঁর প্রপৌত্র আবীরের দ্বারা দারুল আবীর বা দ্রাবিড় জাতির উদ্ভব হয়েছে। এখানেই এসেছেন ব্রহ্মার বংশোদ্ভূত তীর্থংকর ও কপিলাবাসী নবী-নবী যুলকিফল। এখানেই নবীর কাফেলা নিয়ে মহান গরীবে নওয়াজ খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী, খাজা-বখতিয়ার কাকী, নিজামুদ্দিন আওলিয়া, দাতা গঞ্জবক্স ফরিদউদ্দিন আত্তার। এখানেই এসেছেন আবদুল কাদের জিলানীর বংশধর মখদুম শাহ। এখানেই এসেছেন নখসবন্দ তরীকার নায়ক খাজা বাকী বিল্লাহ। এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন মুজাদ্দেদ আলফেসানী আহমদ সারহিন্দী, এখানেই জন্মগ্রহণ করেছেন জিন্দাপীর আওরঙ্গজেব আলমগীর। এখানেই রচিত হয়েছে ফতোয়ায়ে আলমগীর। আওরঙ্গজেব মার্গকে তুলে দিলে তো তাকে তুলে দেওয়া যাবেনা। এখানেই শুরু হয়েছে প্রথম আজাদী সংগ্রাম আব্দুল আজিজ দেহলভী ও আহমদ শাহ বেরেলভীর মাধ্যমে। এখানেই বিচরণ করেছেন শাহজালাল, তীতুমীর, হাজী শরীয়াতুল্লাহ, আল্লামা ইকবাল, মৌলানা আকরম

Scanned with CamScanner

খাঁ। তওহীদের - স্রোত প্রভাবিত করেছে নানক, কবীর, কালাপাহাড়। এ বাস্তবতাকে মুছে ফেলা যাবেনা। ভারতে মোগলশাহ খতম হলেও এখানেই রয়েছে কুতুবমিনার এখানেই রয়েছে প্রথম শূদ্র শাসন দাশবংশের শাসন। এখানেই এসেছেন খাজা বখতিয়ার খিলজী। বাংলাকে মুক্ত করেছেন বল্লালসেনী জুলুম থেকে। এখানেই খতম হয়েছে প্রফুল্ল সেনের শাসন, জ্যোতিবসুর বামুন, কায়েত ও বৈদ্যদের শাসন করেছে। যারা ছিল মাটির কাছাকাছি। তাদেরই কবি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম যাকে সালাম জানালেন শেরেবাঙাল ফজলুল হক, শহীদ সুহরাওয়ার্দী, আকরম খাঁ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্ররায়, নেতাজী সুভাষ বোস, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাই কল্পনাবিলাসীরা চাইলেই একে উচ্ছেদ করা যাবেনা। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ইসলামের প্রান্ত দেশ থেকেই মূর্তিনাশক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই "আশা নেহি মিটানা হামারা নাম ও নিশানা।" ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালাকে বাদ।

সারা জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা যেহেতু এটা আমার বাবার দেশ। আমার রবের দেশ অতএব আমারও দেশ, আমাদেরও দেশ, মানবতার তীর্থক্ষেত্র হচ্ছে ভারততীর্থ। কূপমন্ডুকরা মহামানবের মহাভারত গড়তে চায়না। তারা ভারত ও ভারতী না হয়ে বারো ভাতারী হয়েছে। বাপ ভাতারী, ভাই ভাতারী, বস ভাতারী হয়েছে। তারা ঘরে বাইরে কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছেনা, এমনকি Domestic Violence এর শিকার হচ্ছে নন ভায়োলেন্সের দেশে। ফলে গর্ভবতী হয়ে যাচ্ছে। গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যা বা পেট খসানোর দরকার হচ্ছে। পেট খসানোর সময় সীমা বাড়িয়ে ৬ মাস বা ২৪ সপ্তাহ করা হচ্ছে। মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর থেকে ২১ বছর ক'রে লিংগ সমতা করা হচ্ছে। এর অর্থ হলো সসম্মিতে ব্যাভিচার করলে দোষ নেই। রেপ (Rape) যখন সিদ্ধ তখন কে কাকে ধর্ষণ করবে তার ঠিক নেই। দেবর বা দেওর তাহলে বৌদিকে ছাড়বে কেন ? রবীন্দ্রনাথও তো কাদম্বরীকে ছাড়েনি। পরাশর মুনিও ছাড়েনি। বেদব্যাস যেহেতু কামনা-বাসনা জাত। সে আগা - গোড়ায় জারজ বা বেদাতী-বৈদিক সন্তান। রানী-সত্যবতীর কুমারী অবস্থার সন্তান। সে মাতৃ আদেশে মাদ্রীর সন্তান উৎপাদন করবেনা কেন ? তারা বার বেদোদের বা বার ভাতারীদের সন্তান নষ্ট করেনি কিন্তু এখন লোকসংখ্যা, খাদ্য সমস্যা বাড়বে, তাই পেট খসাতেই হবে। যারা একাজ করতে পারবেনা তাদের যৌবনজ্বালা মিটাবার জন্য সমকামিতা করতেই হবে। তাই এই ইমমরাল কাজকে মরাল করা হলো। মোরারজী দেশাই থাকলে একাজ করতেন না।

যারা এতসব করছেন তারাই আবার বলছেন বেটি বাড়াও বেটি বাঁচাও। তারা আবার বিশ্বনবী দিবস পালন করছেন রজব মাসে। যে মাসে গোনাহ করলে ডবল পাপ হবে। এসব নারীবাদের ফসল। যে সব মহিলারা এসব কাজ করছেন প্রধান মন্ত্রী সোস্যাল মিডিয়ায় এদের স্মরণীয় বরণীয় করার জন্য ধর্মশালার আয়োজন করছেন। পাঁচশালার পরিকল্পনা করা হবে, পল্লী কবিরা গাইবেন :-

"পাঁচশালার পরিকল্পনা
মুর্গীর প্রাণ বাঁচাতে শেয়াল করে জল্পনা

Scanned with CamScanner

ঠিকাদার আর মন্ত্রী মশাই
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
একজনের ভরলে পকেট বাদ যাবেনা অন্যজনার।
পাঁচশালার পরিকল্পনা।"

এই পরিকল্পনায় চোরচুট্টা ও চুন্নীরা (চুরণী) বাড়বে, গাছ চুন্নী ও ভাতার ধরনীরা বাড়বে। চোর-চুন্নীরা চুপরায় দড় হবে। চোরা ধর্মের কাহিনী শুনবেনা। এ হলো ভুতের মুখে রাম নাম। রামরাজত্বে - এসব হবে। সতীরা-অসতী হবে। বীরাঙ্গনা না হয়ে বারাঙ্গনা হবে। শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার ও শাশ্বতী দেবীরা দেখবেন এতে নারীদের যন্ত্রণা না কমে, বেড়েছে। তারা মানসিক যন্ত্রাণায় কুঁকড়ে যাবে। আশাদেবীরা হতাশায় ভুগবেন আর গাইবেন।

"আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা
সব ছেড়ে দিয়ে কোলে তুলে আয়মা।"

এর নির্গলিতার্থ হলো রামায়নের বিদ্রোহী বধূর আর্তনাদ মা বসূধা দ্বিধা হও। এখন তিন তালাকের ফলে তিন বছরের জেল হবে সব স্বামীর এই তালাক প্রাপ্ত নারীরা কোথায় যাবে ? দিল্লীর দাঙ্গায় যারা শহীদ হলো তাদের বিধবা, সন্তানহীন মায়েরা, পিতৃহীন সন্তানরা কোথায় যাবে ? একাধিক বিয়েও তো হারাম। আশাদিদিরা মরিচিকার পানে। ত্রিত্ববাদে, দৈত্ববাদে, অদ্বৈতবাদে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদে, বিশিষ্ট দ্বৈত দ্বৈত্ববাদে এর সমাধান নেই। তাই রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ, সহমরণ প্রথা নিবারণ করেছিলেন বৃটিশ সরকারের সহায়তায়। বিদ্যাসাগর বাল্যবিধবাদের মুক্তির কথা ভেবে ছিলেন হিন্দুত্ববাদীদের হাত থেকে, হিন্দুস্তানের মহিলাদের বাঁচাতে। তাই হিন্দুত্ববাদীরা বারবার তার মূর্তির মাথা ভাঙছে। বিদ্যাসাগর মরে বেঁচেছেন অন্যথায় তাকে রামনাম নিতে হতো।

এদেশে শূদ্র, অতি শূদ্র ও ধর্মান্তরিত শূদ্রদের ভাবতে হবে তারা বাবা আদমের পথ, মনুর, তীর্থংকর বোধি প্রাপ্ত বোধি সত্তার পথে হাঁটবেন না অসারনাথদের হাতে অনাথ না হয়ে সারনাথের পথে ? সাবধান হওয়া কি ভালো নয় ?

সারনাথ হলো বাস্তব। বহুদেববাদ কিংবা নাস্তিক্যবাদ অথবা সংশয়বাদ দু:খছাড়া কিছুই আনবেনা। (অমাআলাইনা ইন্নাল বালাদ)।

শাড়ী প্যালেস
রেডিমেড ষ্টোর্স-এর দোতলায়
উলুবেড়িয়া বাজার ★ হাওড়া

Scanned with CamScanner

নবীবাদ ও অবতারবাদ

আব্দুস সামাদ—

আল্লাহ পাক নবীবাদকে বরহক ও বরকতপূর্ণ করেছেন আর অবতারবাদকে বাতিল ও বরকতশূন্য করেছেন। অবতারবাদের স্বপক্ষে কোন ঐশী দলিল নেই। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ তাঁর সুবিখ্যাত পুস্তক "হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট" পুস্তকে লিখেছেন অষ্টম শতাব্দীর আগে হিন্দুধর্মে অবতারবাদের প্রচলন ছিলনা। ষষ্ঠ শতাব্দীতে পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে - "ইন্না-আতায়না কাল কাওসার ফাসাল্লে-লে রাব্বিকা ওয়ানহার। ইন্না সানিয়াকা হুয়াল আবতার"।— অর্থাৎ হে নবী আমি তোমাকে আল কাওসার দান করেছি অতএব তুমি সালাত কায়েম কর ও (কোরবানীর) নহর বইয়ে দাও। নিশ্চয়ই তোমার শত্রুরা আবতার বা আঁটকুড়ো (হবে)।

এ আয়াত তখন অবতীর্ণ হয়েছিল যখন মক্কার বৈদিকরা তাঁর নাম ও নিশানা নিশ্চিহ্ন করার কাজে লিপ্ত ছিলো। রসুলুল্লার চার চারটে পুত্র সন্তানের মৃত্যু হয় অতঃপর কন্যাসন্তান ফাতেমার (রাঃ) জন্ম হয়। বৈদিকরা কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়াকে অশুভ মনে করতো। কেননা কন্যা কোন কাজেই আসেনা বরং ঝুঁকি। অমর্যাদা ও অসম্মানের প্রতীক। তাই তারা উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। তারা রসুলকে Demoralised করতে চেয়েছিল। তাঁর মনোবল ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিল।

পক্ষান্তরে আল্লাহ পাক রসুলের মনোবল বাড়াবার জন্য ঘোষণা করলেন তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ বিরাট। তোমাকে বিরাট মহান কোরান দান করা হয়েছে। এজন্য তোমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হওয়া উচিত। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হওয়া উচিত নামাজ। নামাজ হলো আল্লার পবিত্র নামের স্মরণ। নামাজ মানুষকে মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে ও নিস্ফল কাজ পরিহার করায় এবং মানুষকে আল্লাহ নৈকট্য দান করে। এটা আত্মশুদ্ধির মাধ্যম। তদুপরি পবিত্র কোরান হলো যিকির বা মহাস্মারক। এ মানুষকে আল্লাভোলা হতে দেয়না। আত্মভোলা হতে দেয়না। এ মানুষকে সব সময় পরকালের জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। সমাজকে সংস্কার ও সংশোধনের প্রেরণা যোগায়। এতে সমাজে কুসংস্কার মুক্ত লোকের প্রার্দুভাব হয়। জ্ঞানী চরিত্রবান ও চিন্তাশীল অগ্রনেতার জন্ম হয়। শের্ক ও বেদাত দূর হয়।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর একটা মাধ্যম হলো আল্লার জন্য কোরবানী। গোসম্পদ কোরবানী, এতে জাতি বীরের বীর মহাবীর হয়। অবতারদের মধ্যে কৃচ্ছ সাধনের আতিশায্য আছে। সন্ন্যাসবাদ আছে। সন্ন্যাসী কখনও বীর হয়না। সে নারীর ও দুর্বলের ভার নিতে অক্ষম। সে

Scanned with CamScanner

মানব সমাজের প্রবাহ রোধ করে। সে নড়েওনা, চড়েওনা - উলংগ হয়ে অরণ্যে তপজপ করে, পশুদের মধ্যে থেকে বন্যতা লাভ করে। সে মানুষের ঘরে জন্মে মানুষ হবার যোগ্যতা লাভ করেনা। তার মানুষ না হয়ে দেবতা হবার লোভ হয়। নর হয়ে নারায়ণ হবার লোভ হয়। সে শয়তানকে দেখে মনে করে সে আল্লাকে দেখেছে। তার আয়ুক্ষয় হয়। সে অকালে মারা যায়। তার বংশও থাকেনা। থাকে কিছু অন্ধভক্ত। তারা সমাজ ও রাষ্ট্র ভেঙ্গে ফেলে। আসলে সে আনসোসাল বা অসামাজিক হয়। সে আবার সমাজ গড়ার ডাক দেয়। বৈরাগ্যবাদের জন্ম দেয়। সে রাহেব হয়। রাহাবানিয়াতের পথ দেখায়। নবীরা রবুবিয়তের পথ দেখায়। উলুহিয়াতের পথ দেখায়। সন্ন্যাসী শেষ পর্যন্ত খন্ন্যাস হয়। বাবা রাম-রহীম, বাবা আশারাম শেষ পর্যন্ত ক্রিমিন্যাল হয়। চরিত্রহীন হয়। তার মা-মাসী জ্ঞান থাকেনা। শেষ পর্যন্ত সে সমকামী লম্পট হয়। এই নারী বিদ্বেষ তাকে নারী বিদ্বেষী করে তোলে। সে গুপ্ত খুনের জন্ম দেয়। তন্ত্র-মন্ত্র-যন্ত্র-ষড়যন্ত্রের নায়ক হয়। পাপ-লুকায়না সাগরও শুকায়না। এসব নবী না মানার ফল, কেতাব না মানার ফল। বাসনা-কামনার দাস হওয়ার ফল। সে আসলে সাধুবেশে চোর হয়।

সাধারণ মানুষ সন্ন্যাসীদের ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব হারায়। সে কমনসেন্স হারিয়ে ননসেন্স হয়ে যায়। তার সামনে কোন আদর্শ চরিত্রবান মহামানব না থাকায় মানুষ এ্যান্টি সোশ্যাল হয়। তারা খুন-জখম-হত্যা পছন্দ করে। চুরি ব্যাভিচার ধর্ষণ-জুয়া-সুদ-লটারী পছন্দ করে। দুর্নীতি থেকে বৈদিকরা মুক্ত হতে পারেনা। এই বেদুইনরা শেষ পর্যন্ত চেঙ্গিজ হয়। তারা নররক্তে দেশ ভাসিয়ে দেয়। জনপদের পর জনপদ ধ্বংস করে। তারা গেরুয়া বা রক্তবর্ণ পোষাক পরিধান করে। তারা যোগী আদিত্যনাথ হয়। তারা গোরক্ষাপুর বা গোরখপুর গঠন করে। তারা মানবতা ও মানুষ ধ্বংস করে। তারা হিটলার ও মুসোলিনী হয়ে যায়। তারা অমিত শক্তি প্রদর্শন করে অমিত শাহ হয়ে যায়। তারা বলদর্পী হয়ে যায়। বলের বন্যায় সভ্যতাকে ভাসিয়ে দেয়। তারা জীবপ্রেম করে, মানুষ প্রেম করেনা। শেষ পর্যন্ত পশুর ভাইরাস তাদের ধরে। তারা ম্যাড কাউ বা গোমড়কের শিকার হয়। বন্য পশু-পাখীর এমনকি সামুদ্রিক মাছের ভাইরাস, কোরোনা ভাইরাসও মরণ ব্যাধি হয়ে মানুষকে ধরে। এ হলো যারা রবের মুলুককে মগের মুলুক বানায় তাদের প্রতি রাবণ রাজার উপহার। নিত্য নতুন মহামারী, হলো রবের সতর্কবাণী। এসব অবতারবাদের কারনামা।

মানুষ যখন কাজ্জাব-দাজ্জাল হয়ে যায় মিথ বা মাইথোলজির গোলাম হয় তখন সে নিজে অপরাধ করে সাধুকে অপবাদ দিয়ে ফাঁসিতে লটকে দেয়। তখন সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য সত্যম-শিবম-মঙ্গলম রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। লোকে জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা করে আত্মধ্বংসের কাজ করে। মানুষ হয়ে মানুষকে হত্যা করে। এজন্য পৌরহিত্যবাদ, পোপবাদ মানুষের অশেষ সর্বনাশ করে।

এজন্য দাজ্জালের যুগে সূরা কাহাফের প্রচারের কথা বলা হয়েছে। দাজ্জাল অবতারবাদের অন্তিম রূপ। এর মূলে রয়েছে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈত্ববাদ

Scanned with CamScanner

ত্রিত্ববাদ। এদের খোদার কঠিন আযাব সম্পর্কে/ সতর্ক করতে বলা হয়েছে আর মোমেনদের রবের শরণাপন্ন হয়ে সমাজ সংস্কারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা হয়েছে। আল্লাহ পাক তাদের হাত থেকে পৃথিবীর বাগান ছিনিয়ে নেবার কথা বলেছেন আর নিস্ব- গরীব মোমেনদের দুনিয়া ও আখেরাতের বাগান দেবার ওয়াদা করেছেন। শেষ পর্যন্ত কলির কেষ্ট খতম হবে। প্রকৃত ঈশা (আ:) যিনি শেষ নবীর উম্মত হতে চেয়েছিলেন তিনি হাদীয়ে যামান ইমাম মেহেদীর সাথে মিলিত হয়ে এই ডিজিট্যাল বা যান্ত্রিক সভ্যতাকে খতম করে মানবীয় সভ্যতা কায়েম করবেন। এটা হবে Kingdom of God যারা নবীবাদকে মেনে নেবে তারা উভয় জগতে সফলতা লাভ করবে।

মানুষ মোক্ষ লাভের কথা বলে। বৈদিকরা জানে মোক্ষস্থান হলো মক্কা। মোক্ষ বা নাজাতের জন্য মানুষের নবীর পথে, সত্যের পথে, ব্রহ্মার (ইব্রাহিম) পথে সংগ্রাম করা উচিত। রামাই পন্ডিত বলেগেছেন –

'ব্রহ্ম হৈল মোহাম্মদ
বিষ্ণু হৈল পেগম্বর
আদম হৈল শূলপানি।"

শেখ শুভোদয়ায় এ প্রসঙ্গে রয়েছে যার প্রচার ব্যাপক হওয়া আবশ্যক। বৈদিক ব্রাহ্মণদের উচিত নবী যুলকিফল বা কপিলাবাসী নবীকে মেনে নেওয়া। প্রকৃত ঈশাকে (আ:) মেনে নেওয়া প্রকৃত মোহাম্মদ (দ:) যিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জনক, ইসরাঈলী ধর্মের জনক, ঈশায়ী ধর্মেরও জনক ও ইসলাম ধর্মের জনক তাঁকে মেনে নিয়ে বিশ্বধর্মের পুনরুজীবন করা। কে এই রামাই পন্ডিত ? ইনি সম্ভবত মর্যাদা পুরুষোত্তম নরচন্দ্রমা ইমরান বংশধর। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা হওয়া উচিত।

শেখেরা আজ শেখ না হওয়ার কারণে নস্য শেখ হয়েছে। কোরান ও নবী থেকে দূরে সরে পড়ার কারণে। তারা এখন ধর্মান্তরিত শূদ্র বা ও.বি.সি. হয়েছে। এটা গর্বের কথা নয়, লজ্জার কথা। শেখেরা শেখ বা শাইখ হোক। আল্লাহপাক তাদের উদয় ঘটাবেন। শেখেরা যদি শেখ মুজিবর রহমান হয় শেখ আবদুল্লাহ হয়, শেরে কাশ্মীর বা বঙ্গ বন্ধু হয়। রহমানের বন্ধু না হয় তাহলে তারা নস্যির মতো উড়ে যাবে এবং তারা তা গেছেও। তারা অবতার হয়ে গেছে। তারা আবতার হয়ে যাবে।

NEW BOMBAY TENNARY
Uluberia Bazar ★ Howrah
Mob.- 9143165273

Scanned with CamScanner

সূরা - কাহাফ ও দাজ্জাল

আলি আব্বাস—

সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বাধিক বড় ফেতনা হলো দাজ্জালী সভ্যতা। এ সভ্যতার সূচনা হয়েছে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পর এবং এর সর্বাধিক দাপট দেখা দিয়েছে ভারতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অর্থাৎ অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে প্রায় তিনশো বছর গোটা মুসলিম জাহানে। এ সময় সারা মুসলিম জাহানে সত্যিকার পাকা ঈমানদারদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। জামালুদ্দিন আফগানী, আল্লামা ইকবালের পর তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে শুরু করলো এবং দ্বীনী রাষ্ট্রের ধারণা সামনে এল। উপমহাদেশে আরব ও আযমে দ্বীনী চেতনা দাজ্জালকে বেকায়দায় ফেললো। ইরানে ১৯৭৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দ্বীনী রাষ্ট্রগঠিত হলো। এবার মার্কিন দাজ্জাল বুশ ক্রুসেড ঘোষণা করলো। আক্রান্ত বিধ্বস্ত হলো আফগানিস্তান। ২০২০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী মার্কিন সরকারকে ক্রুসেড বন্ধ করে পালাবার সন্ধি করতে হলো। বিধ্বস্ত ইরাক থেকেও মার্কিন সেনাকে যেতে হবে। দাজ্জাল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সক্রিয় কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনও সক্রিয়। আবাবিলের আবির্ভাব ঘটেছে দাজ্জালের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। তার অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসছে। তার মাজা আপাতত ভেঙ্গে গেছে কিন্তু সে বৃহত্তর ক্রুসেডের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে বায়তুল মুকাদ্দসে ইহুদী-খৃষ্টান আধিপত্য বিস্তারের জন্য। এ্যান্টি খৃষ্টান শক্তি এখন ইহুদী চক্রান্তে সামিল হয়েছে। মোশরেক শক্তিও এই চক্রান্তের অংশীদার হয়েছে। তারা RADICAL HUMANIST দের RADICAL TERRORIST অপবাদ দিয়ে মেহেদী শক্তিকে নাস্তানাবুদ করবার অন্তিম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধে তারা জিতেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও জিতেছে কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধে বা শেষ ক্রুসেডে তাদের জেতার কোন সম্ভাবনা নেই। কল্পিত ইসলাম ফোবিয়ার (ইসলামাতংক) ধার হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাদের সন্তানরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছে যাদের মধ্যে ইহুদী-খৃষ্টান ও বৈদিকরাও সামিল আবার অনেকেই প্রো ইসলাম, শাসক শক্তির মধ্যে ইসলাম বিদ্বেষ আর শাসিতদের মধ্যে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ছে। মুসলমানরা গোহারান হারলেও ইসলামের জয় হয়েছে। অর্থাৎ কাহাফবাসীদের জয় হয়েছে ও হচ্ছে। এসব হচ্ছে খায়রুল মাকেরীনের কারণে। এক মাঘে শীত পালায়নি। সামনে তিথি মঘা সামলাবি তুই ক'ঘা।

সার্বিক সমস্যা দাজ্জালকে ঘিরে ফেলেছে কারণ সে কাজ্জাব বা মিথ্যাবাদী। মিথ্যের যত তেজই থাক সে সত্যের বিকল্প হতে পারেনা। মিথ্যার মেঘ সরে যাচ্ছে। সত্যের সূর্য দিক চক্রবালে

Scanned with CamScanner

উদ্ভাসিত হচ্ছে। সত্যাশ্রয়ীরা সত্যপন্থী, বিনীত নম্র, রোজাদার ও রাতের শেষভাগে রবের দরবারে খুশু-খুজু সহকারে প্রণত হচ্ছে, ক্ষমা প্রার্থনা করছে। জাগ্রত চিত্তের অনুশোচনা শত সেজদার ঈর্ষার কারণ হচ্ছে। মুসলমানের আঁগুর মাঝে বাদল হাওয়ার আসর দেখা যাচ্ছে। ইব্রাহীমি সমুদ্রতে মুক্তা জন্মাচ্ছে। কোরান ও নবী (দ:) সম্পর্কে সবধর্মের লোকেরা জানতে আগ্রহী হচ্ছে। আঘাত করতে এসে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। বিদ্বেষ বিষ দূর হচ্ছে। এজিদী বিদ্বেষও কমে আসছে। শিয়া-সুন্নীও এক হচ্ছে। ধর্ম-বর্ণ-মযহাবের উর্ধে উঠতে অনেকেই সক্রিয় হচ্ছে। অজ্ঞতা দূরীকরণের কাজে সকলে মনোনিবেশ করছে। আঁধারে যারা হানাহানি করেছিল আজ আলোয় তারা কোলাকুলি করছে। দুনিয়ার বাগান হারাচ্ছে মিথ্যাশ্রয়ীরা আর তা সত্যাশ্রয়ীদের কুক্ষিগত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এক অজানা যুলকারনাইন বা সাইরাস দি গ্রেট-এর আবির্ভাবের হাতছানি দৃষ্ট হচ্ছে তাদের কাছে যারা দেওয়ালের লেখা পড়তে পারে। গীতা বা চোখের পর্দা অপসারিত হচ্ছে।

আফতাব আজ ভুলেছে অপরিচয়।
আপনার চোখে জাগে আপনারে চিনিবার বিস্ময়।

ভয় যেটা, সেটা হচ্ছে ইয়াজুজ মাজুজ বা ইয়াগগ ম্যাগগ যারা খাই খাই ছাড়া কিছু বোঝেনা। ইয়াজুজ মাজুজকে আমাদের দেশীয় ভাষায় 'জুজু' বলে। ছেলেবেলায় নানী-দাদীরা জুজুর ভয় দেখাতেন। 'জুজু' কি তা বুঝতে পারতাম না। এক অজানা ভয় দিলে বাসা বাঁধতো। জিজ্ঞাসা করতুম 'জুজু' কি ? দাদী বলতেন 'বারো' সিং-এর মা।

এসব বুঝবার বয়স তখন হয়নি কারণ তখন তো আমরা ছিলাম বারো গোয়ালের লোক। গরুর ন্যাজ ধরে মাঠে পড়ে থাকতাম। গরুর রাখাল খেলতাম রাম শালিক খেলা। ফলে ভেলকী উড়ে যেত। আশি বছর না হলে তো গয়লার জ্ঞান হয়না। আজ আশি বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর গোবর-গণেশদের বুঝতে পারছি। তাদের ভেলকী উড়ে যাবে মাকড়সার জালের মতো। বারোটা গোয়াল হলে বারোটা বাজবে। সে বার বেদো হয়ে যাবে। বেদোমু, ভাঁড়ামী প্রকাশিত হয়ে পড়বে। গোপাল যে সুবোধ বালক নয় বরং ননীচোর তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তার যে বোধি নেই সে অবোধ বালক তা তার আবোল-তাবোল কথা শুনেই তা বোঝা যাবে। সে বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে 'কেস' করে বসবে। ফলে সু-বুদ্ধিজীবীরা তার বিরুদ্ধে চলে যাবে। রয়ে যাবে শুধু কুবুদ্ধি বা কূটবুদ্ধির শেয়ানরা আর শেয়ানের চাল শেষ পর্যন্ত ধুপলো বনে পড়ে যাবে। এই আবুল হাকামরা আবু জেহেল প্রমাণিত হবে। বাঘ বন্দী হয়ে যাবে দাজ্জালদের হাতে।

কোন না কোনও বুদ্ধ এদেশে আসবেন। তাঁর শিষ্য হবে রাজা বিম্বিসার। তিনি ছাগ বলিদান বন্ধ করে দেবেন। নন্দবংশের উদ্ভব হবে। আবার কোনও মহাপদ্মনন্দকে রব পাঠাবেন মগের মুলুক দখল করবার জন্য। এ গোবরে পদ্মফুল থাকবে না। গোবরে পোকা গোলাপের সুগন্ধ নিতে পারবেনা কেননা কবি মোহাম্মদ খাতের বলে

Scanned with CamScanner

গেছেন – গোলাপের সুগন্ধ গোবরে পোকার জন্য মৃত্যুবাণ।

বিদ্যাসাগর আজ যদি জন্মলাভ করে কোলকাতায় ফিরে আসতেন তাহলে সেই গোপালরা কোলকাতায় এসে তার মুন্ডু কাটতো কারণ তিনি কালীঘাটে যাননি। দূর্গাপূজাতেও যাননি কিন্তু দীনবন্ধুর নীলদর্পন নাটক দেখে সাহেবের হাতে নারী নির্যাতন দেখে আত্মবিস্মৃত হয়ে পায়ের চটি জুতো খুলে মঞ্চে ছুড়ে দিয়েছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন বিদ্যাসাগর তেমনি ছিলেন দয়ার সাগর। মুনশী রিয়াজুদ্দিন আবার বিদ্যাসাগরের ভুল শুধরে দিয়েছিলেন। তিনি নত মস্তকে তা মেনেও নিয়েছিলেন।

আমাদের দেশে বিদ্যাসাগরের মত আরও এক জ্ঞানের সাগর ও দয়ার সাগর এসেছিলেন তিনি ছিলেন পূর্ণ্যশ্লোক দানবীর মহা প্রাণ হাজী মহম্মদ মোহসীন। মোহসীন মানে খোদাপ্রেমিক। তিনি খোদার রাহে সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মোহসীন বৃত্তি পেয়ে মানুষ হয়েছিলেন। মোহসীনের দানে আজও উভয় বাংলায় অনেক মানুষ জ্ঞানের চোখ পাচ্ছে। তিনি গোপাল ছিলেন না, সুবোধ ছিলেন কোরানের কারণে। নজরুল ইসলাম তাই সশ্রদ্ধ চিত্তে লিখেছিলেন –

"মহাত্মা মোহসীন
ইতিহাসে নয়, মানব হৃদয়ে তব নাম চিরদিন
জমাও নি বিত্ত, নিত্য মুসাফির গৃহহীন
এ যুগে তুমিই শোধ করে গেলে এক আল্লার ঋণ।"

আমরা কি আল্লার ঋণ শোধ করতে রাজী আছি ? আমরা কি আল্লার রাহে মুসাফির হতে রাজী আছি ?

এঁরাই প্রকৃত বঙ্গবন্ধু। মেকী বঙ্গবন্ধুদের নিয়ে লোকদেখানো মৈত্রীযাত্রা করে বাংলার কোন কল্যাণ হবেনা। যারা কোন নসিহত, কোন হিতোপদেশ শুনতেও রাজী নয় তাদের যাত্রা গোলক যাত্রা মাত্র। রহমান বা ব্রহ্মা তাদের কাজের কোন মূল্য দেবেন না অথচ তারা মনে করে যে তারা সঠিক কাজ করছে। আগামী ইতিহাসই তা বলবে তারা কি করেছে।

Phone : 26610222, Mob:- 6290347955/9007096461
Please Phone at 9 P.M.

COMMUNIST (নিরাকারবাদী) ISLAM PARTY

Bazarpara ✪ P.O.- Uluberia (R.S) ✪ Dist.- Howrah

President : Md. ISRAFIL

মধ্যপন্থী সাম্যবাদী জীবন ব্যবস্থা জিন্দাবাদ, শান্তিবাদী রাজনীতি জিন্দাবাদ, সাম্যবাদী বিপ্লব জিন্দাবাদ।

সাম্যবাদী রাজনীতি জিন্দাবাদ। দ্বীন (কংগ্রেস) ইসলাম জিন্দাবাদ। নিরাকারবাদ জিন্দাবাদ

Scanned with CamScanner

অন্ধকার যুগের অবসান

পর্যবেক্ষক—

বাইডেনের জয় ট্রাম্পের পরাজয়ে নবীযুগের উত্থানকে ত্বরান্বিত করবে। বুশের ক্রুসেড এবার পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হবে, ঐশী ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে। সারা বিশ্বে নিয়মের রাজত্ব চলছে। নিয়মটা হচ্ছে এই যে, এই বিশ্ব মগের মুলুক নয়, রবের মুলুক। আসমান - যমীনের মধ্যে মীযান কায়েম রয়েছে। বিশ্বনবী হলেন মীযান বা মানদন্ড। কষ্টিপাথর। কেতাব ও নবীকে নিয়ে মাদী ও মদ্দারা মাদ্দাপরস্তী করলে কওম বা জাতির পতন ত্বরান্বিত হয়। পারস্যে নারীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মহানবী (দ:) বলেছিলেন পারস্য সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য। নারীবাদী হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকায় নারীর শাসন প্রতিষ্ঠা হয়নি। নারী-কখনও প্রেসিডেন্ট হয়নি। নারী শাসনকর্তী হওয়ার কারণে ইংল্যান্ডের পতন হয়েছে। ইন্দিরাগান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কারণে ভারতের পতন হয়েছে। সিরিমাভো বন্দরনায়ক প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কারণে শ্রীলংকা গোল্লায় গেছে। হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কারনে বাংলাদেশ অধ:পতনের দোরগড়ায় পৌঁছে গেছে। এখন বাইডেনের পরে আমেরিকার প্রথম লেডী প্রেসিডেন্ট বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট। ফাষ্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট লেডি কমলা হ্যারিস। চীনা প্রবাদ হলো মুরগী মোরগের মতো ডাকতে শুরু করলে বিশ্বে প্রলয় হবে।

পুরুষদের মদ্দ বলা হয় আর মেয়েদের মাদী বলা হয়। মাদীরা মাদ্দাপরস্ত হয়। মদ্দা পরস্ত মানে মেটেরিয়ালিষ্ট হয়। মানুষ ঈমান আনলে মোমেন হয়। মোমেন আবার মর্দে-মোমিন হয়। একটা মোরগ অনেকগুলো মুরগীর উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। কিন্তু মুরগীরা তা চেষ্টা করেও পারবেনা। সুলতান রাজিয়াও পারেনি। মাদী পরস্ত হলে সে বেদাতী ও মোশরেক অর্থাৎ শংকর মাছ হবেই। অর্ধেক নর অর্ধেক নারী হয়ে অর্ধনারীশ্বর। অর্ধনারীশ্বরদের যুগ শেষ হবে। আজকের পুরুষগুলোও আধমদ্দ অর্থাৎ হিজড়ে হবে। বর্ণসংস্কার রোধ করতে গুপ্তযুগে ভার্গব নতুন মনুসংহিতা তৈরী করেছিলেন যাতে শূদ্রাণীদের অবস্থা হয়েছিল নিষ্করুন। গুপ্তযুগ স্বর্ণযুগ নয় অন্ধকার যুগ। আধুনিক জাহেলিয়াতের পতন তাই অনিবার্য। নীতিহীন দুর্নীতির গণতন্ত্রর মরালাশ পৃথিবী আর বহন করতে রাজী হবে বলে মনে হয়না।

Mob.- 9230664355.
হুদা ভাণ্ডার
প্রো :- এন. মোল্লা
এখানে মুদিখানা ও মনোহারী দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।
খাঁনজাদাপুর, বীরশিবপুর, হাওড়া।

Scanned with CamScanner

পবিত্র কোরআন চর্চা

সুরা আম্বিয়া ৪র্থ রুকু

নাসীর আহমদ—

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য যিনি রহমান ও বিচার দিনের মালিক। কিন্তু যারা দয়াল দাতা আল্লাহর ঋণ স্বীকার করেনা এবং তার রব প্রতিপালকের, পরওয়ার দিগারের পরোয়া করেনা, গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালককে এবং নিজেরা কিছু ইলাহা বা কল্পিত উপাস্য দেবতাকে মানে এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থী হয় যারা নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারেনা বরং ভক্তদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল তারা আল্লাহ পাকের কোনো সাহায্য পাবেনা।

এই ঠাকুর দেবতা গো-ভক্তদের তাদের বাপ দাদাদের দয়াল দাতা রহমান বিপুল সম্পদ দান করেছেন এবং তাদের দীর্ঘায়ু করেছেন কিন্তু তারা রহমানুর রহিমের কাছে কৃতজ্ঞ না হয়ে বলেছেন রাম ও রহীম এক । রাব্বুন আমাদের প্রতিপালক নয়, আল্লাহর নাম অশুভ, বরকতশূন্য, তিনি পাষন্ড। ক-অক্ষর গো-মাংস। কোরান গো-বিরোধী, গো-কোরবানীর গ্রন্থ। সেই পুরোহিতদের আমি পুরন্দর বানিয়ে দেবো। তাদের হাতে পুরী ধ্বংস হবে। জনপদ ধ্বংস হবে। স্মার্ট সিটির ধ্বংসের কারণ হবে তারা। তারা জয়ী হবে না। বিজয়ী হবেন আল্লাহ।

যমীনের এই অধিকারীরা, ভূমি-পূজক ভূ-স্বামীরা যে ভূ-স্বর্গ রচনা করবে ও পরকালের বিচারের ভয় করবে না তাদের রহমান ভূ-কম্প, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, আকাশ বন্যা, হড়কাবান জলবায়ু পরিবর্তন এনে দুর্ভিক্ষ দান করবেন। উৎপাদন ধ্বংস করবেন। উৎপাদকরা খেতে পাবেনা। ব্যবসা বানিজ্য অচল হবে। নানা প্রকার ধ্বংসাত্মক কীট পতঙ্গ নিত্য নতুন মারণ ব্যাধি, (করোনা) অজানা মারণ ব্যাধি পাঠাবেন। যা জনবল ধনবলের গর্বকে খর্ব করে দেবে। অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেবে। বিশ্ববাসী এক হয়েও এর মোকাবিলা করতে পারবে না। তাদের রথের চাকা বসে যাবে। তাদের কল্পিত অবতাররা সলিল সমাধি প্রাপ্ত হবে। মহাভারত শ্মশানে পরিণত হবে। তারা জয়ী হবেনা। পরাজিত ও হতমান হবে। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত ভেসে যাবে ইন্দ্রিয়াতিশয্যের জন্য। তাদের সহস্র যোনি হবে। গুরু পত্নীকেও ছাড়বে না। কে কখন কাকে রেপ করবে তা কেন জানবে না। কেপ্ট, ফিমেল ফ্রেন্ড, কলগার্ল, পাঁচতারা হোটেলের কুকীর্তি টুরিস্টদের জন্য বানানো রেস্টুরেন্ট হারাম। তাদের মারাত্মক যৌনব্যাধির করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করবে। আয়ুষ্মান ভারত তাদের আয়ু বাড়াতে পারবে না। সাগরও শুকাবে না পাপও লুকাবে না। আর্য বা পুরোহিতকেও দয়াময় ছাড়বেন না। আর্যাবর্তের আর্য বর্বরতা, স্বার্থতরী বাইতে বাইতে পাতালে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে।

আধুনিক নারী সমাজ গড়তে
আঞ্জুমান খাতুনে জান্নাত
চেয়ারপার্সন :- সাহিনা খানম
উলুবেড়িয়া, হাওড়া
মোবাইল - 8240469835

Scanned with CamScanner

ভারত কি ফ্যাসীবাদের দিকে এগোচ্ছে ?

সেখ আবু তালেব—

স্বাধীনতার পর মুসলমানদের সাথে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে যেমন বাবরী মসজিদে তালা খুলে দেওয়া, ৬৪ সালে দাঙ্গা, ভাগলপুর দাঙ্গা, গুজরাট দাঙ্গা, আসাম দাঙ্গা, ইউনিফর্ম সিভিল কোর্ড ইত্যাদি। শিক্ষা ও চাকরী থেকে পরিকল্পনা করে পিছিয়ে রাখা সন্ত্রাসের নামে টাডা - পোটা - চাপিয়ে দেওয়া তো ছিলই তারপরও মুসলমান কোন রকমে বেঁচে বর্তে ছিল। মণিহারা ফনী হয়েই। সরকারের বিমাতৃ 'সুলভ' আচরণে মুসলমানরা দুয়ো রানীর মত বেঁচেছিল। অপরাধীরা শাস্তি পায়নি। হাজার কমিশন করেও তদন্তের নামে অপরাধীকে আড়াল করা হয়েছে। উন্নয়নের নামে অনেক কমিটি গড়া হয়েছে। কোনো কমিটিই যে কাজের কমিটি নয় সাচার কমিটি তা দেখিয়ে দিয়েছে। কত পাঁচ শালার পরিকল্পনা হল কিন্তু গরীবের পেট ভরল না। উল্টে ১ লাখ চাষী আত্মহত্যা করেছে। নারীরা দেহ ব্যবসায় নাম লিখিয়েছে। শিশু শ্রমিকে দেশ ভরে গেছে। দালালি করার জন্য মা তসলিমা হয়ে যায়। দেশ যদি এমন ভাবে চলতে থাকে তাহলে মানুষের ব্যক্তি সত্তা নষ্ট হয়ে যাবে। পেটের জ্বালায় গোপাল বা ভাঁড় ভাঁড়ামি করে সংসার নির্বাহ করবে। শিক্ষায় ঘুন ধরবে পড়ার জন্য নাম মাত্র বাজেট হবে। ইংরাজি উঠে গিয়ে স্কুল গুলো অকেজো হবে। কমপিটিশনে দেশ পিছিয়ে পড়বে। হাজার হাজার যুবক অযোগ্য হয়ে যাবে। উকিল-ইঞ্জিনিয়ার বানাবার কলেজ গুলো ধুকতে থাকবে। চাকুরী-বাকরী না পেয়ে যুবকরা যন্ত্রনা ভুলতে মদ খাবে। মদের লাইসেন্স মুড়ি-মুড়কিড় মত ছাড় দেওয়া হবে। দেখে মনে হচ্ছে সব কিছুর মধ্যে একটা পরিকল্পনা আছে। দেশের শাসকরা যদি সঠিক পরিচালনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয় দেশ ৫০ বছর এগিয়ে যাবে। আর না হলে ৫০ বছর পিছিয়ে যাবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় একটাও দেনা ছিলো না। আর আজ লক্ষ কোটি দেনা ৪৫ বছরে বেকার মাত্রাধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেকারদের জন্য ১৫ লাখ না দিয়ে টাকা কেড়ে নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক গুলোকে দেউলিয়া করে দেওয়া হচ্ছে। বড় বড় কোম্পানী গুলো বেসরকারী করা হচ্ছে কাকে খুশি করার জন্য ? যত মন কি বাত হচ্ছে দলিত নির্যাতন বেড়ে যাচ্ছে। বিশ্ব-বৈভব কুটুম্ব- অথচ নিজের দেশের মানুষকে আপন করতে পারলো না। অনেক মহাপুরুষ এল আর গেলো জাতপাতের দ্বন্দ্ব কমাতে পারলো না। উল্টে বেড়ে গেলো। আমরা অনেক কিছুর মানে বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথের এ কবিতার মানে বুঝলাম না ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণদের সতর্ক করে কেন বললেন – এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চাইতেন ব্রাহ্মণ থাকুক ব্রাহ্মণ্যবাদ না থাকে তাহলে দেশ পিছিয়ে যাবে। আমারা কখনও মুসলমানকে ভাই বলিয়া

Scanned with CamScanner

ডাক দিইনি। ডাকের মধ্যে গরজ ছিল আন্তরিকতা ছিল না। আজ রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে কি বলতেন ? রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দের দেশে একটা অক্সফোর্ড একটা হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় হলো না। সেই টাকা দিয়ে গান্ধী নেহেরুর মূর্ত্তী হলো গোটা দেশে। একটা বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্ত্তী গড়তেই তিন হাজার কোটী টাকা খরচ হলো। অন্যগুলো করতে কত লাগে হিসাব করতে পারিনা। মরা ছেলের গায়ে রঙ দিই জ্যান্ত ছেলে একটা বিস্কুট একটু দুধ খেতে পায়না। এমন সরকার কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। একদিকে পণের জ্বালায় হাজার হাজার নারী প্রেম হীননারী হয়ে মাথা কুড়ে আবার অন্যদিকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভেলেন্টাইন ডে-প্রেম দিবসের ভান করা হয়। বেশ্যাখানা গুলো তুলে দিলেই তো নারী পাচার বন্ধ হয়ে যায়। টাকার লোভে তো কেউ মেয়ে বিক্রি করতে পারবে না। আমরা চাঁদে যাচ্ছি মনকে ওপরে ওঠাতে পারছিনা। দেশকে মূর্খ করে না রাখলে ষড়যন্ত্র করতে পারবে না। যদি না কেউ ধরতে পারে তাকে হেরোইন দাও, ৪জি ফোন দাও, সব যন্ত্রনা ভুলে রাত কাবার করে দেবে কোথাও যেন পরিকল্পনা করে আগিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে পাস। চাকরীতে ফেল। হিংসা আর দাঙ্গায় পাস উন্নয়নে ফেল, গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র আয়েগা। আচ্ছা দিন আয়েগা আধার কার্ডের জন্য লাইন দেনা পড়েগা।

ইংরেজ আমলেও এমন অবস্থা ছিল না। রাস্তায় লক্ষ লক্ষ লোক N.R.C. C.A.A.-এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে আজ হাজার হাজার নারীরা প্রতিবাদে শাহিন বাগে নেমেছে। এখন কি- এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার ছিল। নেহেরু-ইন্দিরা-মোরার জি দেশাই- বাজপেয়ী কেউ এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিল ? তোমার কি এমন প্রয়োজন দেখা দিল ? আসলে পৃথিবীর অন্য দেশগুলো উন্নয়নের কথা ভাবে আমরা বিভাজনের কথা ভাবি আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বলব। আমাদের দেশ আগে। একতা আগে একতার নামে দেশভক্তির নামে জনগণকে খালি পেটে রাখা যাবে না। যারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশকে পিছিয়ে দেয় তারা কতটা দেশকে ভালবাসে ভাবতে হবে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা চালু হওয়ায় এদেশের নেতা রাহুল গান্ধীকে ঢুকতে দেওয়া হল না অথচ বিদেশী ইউরোপের সাংসদদের ঢুকতে দেওয়া হল। দেশভক্তি দেখে কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন-"স্বরাজ ফরাজ ছল গো মোদের স্বরাজ হল-ছল অন্য দেশের সঙ্গে লড়াই না করে নিজের দেশের সাথে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বের পরিবেশ তৈরী করছে খুব জেনে বুঝেই। এসব কি দেশ ভক্তি প্রমান করে ? বীর সাভারকার ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ করে সে কি করে বীর হয় ? বাজপেয়ী পর্যন্ত মুচলেকা দিয়েছে। যে সব ক্ষুদিরাম,বিনয়-বাদল-দীনেশ, আসফাকউল্লা ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে যায় তারাই প্রকৃত বীর হবে, না অন্য লোকে বীর হবে ভাবার সময় এসেছে। কে কি খাবে, আর কে কি পরবে সেটা দেখে আক্রমণ করাই এখন নেতাদের কাজ। গোরক্ষার নামে হাজার মানুষ পিটিয়ে মারা বিবেকানন্দ কি বেঁচে থাকলে সমর্থন করতেন ? আজ মেকি দেশভক্তির জোয়ার বইছে। সেনা বাহিনীকে ভালো খাবার দেওয়া হয়

Scanned with CamScanner

না। মোদী সাহেব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নওয়াজ শরীফের মেয়ের বিয়ে নিমন্ত্রণ খেলে দোষ হয় না অথচ ক্রিকেট প্লেয়ার ন্যভজিৎ সিং সিধু গেলে দোষ হয়। পশ্চিম বাংলায় অনেক বাংলাদেশী আছে তো বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী হাসিনাকে কেন বলা হয় না, উল্টে মিষ্টি উপহার দেওয়া হয় - চালাকি করে একটা ব্যক্তি চলতে পারে একটা সরকার চলতে পারে না।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্ষুদিরামের নাম জানি। অথচ সেই ক্ষুদিরাম বোনের বাড়ি আশ্রয় নিয়ে ছিলেন বোন ক্ষুদিরামের ফাঁসীতে শিশুর মত কেঁদে ছিল। সুভাষ চন্দ্র বসুর গুরু ছিল একজন মুসলিম ওবাইদুল্লা সিন্ধি। আবার ১টা মামলায় কোর্টের রায়ে দেউলিয়া হতে বসেছিল সেই ফজলুল হককে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিল হিন্দু ভাই চিত্তরঞ্জন দাশ এমন মিলনের ভারত- সম্প্রীতির ভারত যেন ক্রমশ: হারিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রতার মুখোশ সরে গিয়ে বাঘ নখ বার করা এক হিংসার ভারত পাবার জন্য ভোট দিইনি। ইংরেজও সাহস পেত না নোট বন্দীর মত ৮৬% টাকাকে রাতারাতি অকেজো করতে। ভারত পিছিয়ে গেল অথচ কালো টাকা ফিরিয়ে আনা হলো না। কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে কে G.S.T. দেবে বিজেপি-র সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হতে বসেছে। মুখে উন্নয়নের কথা নেই। মনের রাত দাঙ্গার আকারে উড়ে বেড়াচ্ছে। বিজেপির মধ্য প্রদেশের MLA বলেছে (NRC) চালু হলে দেশের ক্ষতি দলের লাভ ? চালবাজি ধরা পড়ে গেছে যত তাড়াতাড়ি সরে পড়ে ততই ভালো। ইন্দিরা গান্ধী জরুরী আইন করে মানুষকে বেশিদিন দাবিয়ে রাখতে পারেনি বিজেপিও পারবে না, ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতে এলেন ১০০ কোটি টাকা খরচ করে কি লাভ হল ? আমাদের দাসত্বের বন্ধনে নতুন করে চুক্তি করাবার নতুন ফন্দি নিয়ে ভারতে আসে। না হলে ৫৪টা দেশে আমেরিকার সৈন্য কেন থাকে ? যারাই জাপান-কে পরমাণু বোমা মেরে বারুদ করে দিল তারাই পরমানু নিরোস্ত্রী করণ করতে চাই কোন মুখে ? কোন দেশের লোককে তারা মানুষ মনে করেন এদেশে তাদের এত তোয়াজ কেন ? দাসত্বের শৃঙ্খলে কে বাঁচিতে চায় কে বাঁচিতে চায়।

স্বাধীনতার ৭০ বছর পরে আজও সাঁওতাল আদিবাসীরা পেট ভরে খেতে পায়নি, খেতে পেলে ভাঙ, কাঠ বেড়ালী খেতো না। বাধ্য হয়ে খাচ্ছে। কারা বাধ্য করলো ? রাজনীতিতে অনেক শ্লোগান হয় - জনজাতিদের নিয়ে কোন কথা শোনা যায় না। বিজেপি যে হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখাচ্ছে তাতে কি আদিবাসীদের ঠাঁই হবে ? আদিবাসীরা কি খেতে পাবে ? পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এমন নির্যাতন পোহাতে হয়না এ কোন গণতন্ত্র সুপ্রীম কোর্ট, সিবিআই, এন-আই.এ. কে বগল দাবা করবার চেষ্টাতেই বোঝা যায় তাদের মনের ইচ্ছা। সবকা সাথ সবকা বিকাশ ভাঁওতা না হলে দেশ সৈরতন্ত্রের নিরিখে ৪১ নম্বর থেকে ৫১ নম্বরে গেল কিভাবে ? প্রজাতন্ত্র দিবস পালন হচ্ছে কিন্তু গরীব মানুষরা গরীব প্রজারা অধিকার পাচ্ছে না। তা নাহলে ১% মানুষের হাতে ৭৭ ভাগ টাকা রয়ে যায় ? কেন ৬৩ টা পরিবারের হাতে দেশের হাফ টাকা চলে যায়। এ

Scanned with CamScanner

কোন ইংরেজকে আনলাম ? যারা দেশভক্তির নামে দেশকে পেছনে ফেলে দিল আগামী দিন তাদের মূল্য চোকাতে হবে। উন্নয়নে ভারত ১১ নম্বরে ছিল ১১৭ নম্বরে চলে গেছে এ নিয়ে নেতাদের মুখে কোন প্রশ্ন নেই। বিজেপি নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার জন্য ধর্মের বাজনা বাজাচ্ছে তাদের এই ফাঁদে কেউ পা দিচ্ছেনা। এখন তো কু-কথার বন্যা চলছে। মোদী সাহেব না জানার ভান করছে নোট বাতিলে ১১৫ জন মারা গেল (NRC)-তে ৪০ জন আত্মহত্যা করলো এমন কালো আইনের অবসান কবে হবে ? জরুরী আইনে এত লোক মারা যায়নি। ইন্ডিয়া গেটে ৭৫ হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম আছে তার মধ্যে ৬২ হাজার মুসলিম এ থেকে বোঝা যায় মুসলিমরা দেশকে কম ভালবাসেনি। যে তাজমহলের জন্য ভারতের এত সুনাম সেই তাজমহল নাকি তেজোলয়া মন্দির ঔধত্যের সীমা থাকা দরকার। এখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করার সময় নয়। ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ার কাজে সবাইকে আগিয়ে আসতে হবে। বিজেপি বলছে বছরে ২ কোটি চাকরী দেবে উল্টে ব্যাঙ্কগুলো দেউলিয়া হতে বসেছে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকা যায় না। ভাল কাজ করলে বিজেপি ১ বছরে ৭টা রাজ্যে হারতো না। এখন ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে বিজেপি চলতে চায় কিনা সেটাই দেখার।

হিন্দুরা আজ বেরাদারানেহিন্দ.....

রাজি। এরদোগান এ নীতি পরিবর্তন করেছেন। তুর্কী ও ইসলাম বিরোধীদের উভয় পক্ষে লড়বে। এ হলো রজব মাসে রজব তৈয়ব এরদোগানের কথা।

আরবের ইসলামী বসন্তকে ইসলামের শত্রু আরবদের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে আমাদের অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে। এখন ইসলাম পন্থীরা আরব বসন্তকে ইসলামের পানে চালিত করতে সক্ষম হয়েছে ও হবে। এটা খোদার দয়াই।

আল্লাহ থেকে, রসূল থেকে, জামাত থেকে, দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে মুসলমানদের পতন হয়েছিল। এখন তারা ময়ূর পুচ্ছধারী দাঁড়কাক না হয়ে প্রকৃত ময়ূর হতে শুরু করেছে।

রজবের পরে আছে শাবান ভাগ্য রজনী। শাবান মাসের ১৫ই শাবান নয়। ভাগ্য রজনী হলো রমজান মাসের সবে কদরের দিন গুলো। শাবান মাসে মহানবী বেশি বেশি দান, ধ্যান করতেন। রমজানে জেহাদের জন্য প্রস্তুতি চালাতেন। ফলে রমজানের সব যুদ্ধ মুসলমানরা জিতেছেন। নবীর আদেশ না মানার কারনে মুসলমানরা হেরা ঢোল হয়ে গেল। আমরা যেন এ ভুল না করি।

শাবানে আমাদের প্রার্থনা হোক কবি মোস্তফার ভাষায়-

"সবেবরাতের রাত্রিতে আজ চাহিনাকো শুধু ধন ও মান
সবার ভাগ্যে দিয়ো যাহা কিছু, জাতিরে দিও গো মুক্তি দান।"

Scanned with CamScanner

আহমদ শাহ আবদালী

ইবনে আব্দুর রশিদ—

আহমদ নামের মধ্যে বরকত আছে যেহেতু এটা রসূল পাকের নাম। আবদালী নামও সম্মানিত পদবী। আলি-আবদাল কথাও খুব প্রচলিত। এই আবদালী (রহ:) ছিলেন পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের মহানায়ক। জেহাদের দ্বারা তিনি ভারতের ইতিহাসের গতি পরিবর্তন ক'রে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন তদানীন্তন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সুফী-মুজাহেদদের আর্শীবাদ প্রাপ্ত রণনায়ক। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তিনি ক্ষমতার মসনদে বসেন। কবি, লেখক, অলি, মুজাহেদ। তাঁর আর একটা উপাধি আছে, দুররাণী। দুররাণী মানে মতি। তিনি ছিলেন মতিউজ্জামান বা যুগরত্ন।

ভারতে মোগলশাহীর পতনকালে মারাঠারা পেশোয়ায় বালাজী বাজীরাও এর নেতৃত্বে হিন্দু পাদ-পাদশাহী প্রাতিষ্ঠার রঙীন স্বপ্ন পূরণের জন্য লক্ষাধিক সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন যুবরাজের নেতৃত্বে। আবদালীর হাতে এই সব সৈন্য নিহত হয়। নিহত হন যুবরাজও। এ সংবাদ বালাজী বাজীরাও এর কাছে পৌঁছালে তিনি ভগ্নহৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। রাওরা আসলে ছিল মিশর থেকে আগত ফ্যারাও। বর্ণবাদী শাসন ঐশীনির্দেশে চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রায় তিন শতাব্দীর পরে বারেবারে এরূপ ঘটে। যারা মানুষের রক্ত নিয়ে হোলি খেলে তাদের পরিণতি ভাল হয়না। ২৫শে ফেব্রুয়ারীতে ধর্মান্তরিত শূদ্রদের রক্ত নিয়ে যে হোলি খেলা হলো তাতে দেশে বিদেশে বিরাট প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সরকার লোকসভা ও রাজ্যসভায় সর্বত্র ব্যাকফুটে অবস্থান করছেন। আইনসভা কয়েকদিন ধরে অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। সরকার এ আলোচনা এড়িয়ে যাবার জন্য 'করোনা ভাইরাস' নিয়ে আলোচনার দাবী তুলতেও বিরোধীরা রাজী হয়নি। তারা আগে দিল্লীর দাঙ্গার আলোচনা ঘোষণা করেছেন, তারা কোন রাজ্যেই সামনের হোলি খেলায় অংশগ্রহন করবেনা।

আবদালীর পর তিনশো বছর কেটে গেছে। আবার জগতে যুগান্তরের সম্ভাবনা। ঘোর ঘোর ঘোর কালের চরকা ঘোর/দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে চড়ে দেড়কোটি চোর।" আজ মহারাষ্ট্রেও রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাওয়া। শিবাজী ও শাহু মহারাজের মহারাষ্ট্র ফিরে এসেছে। শিবাজী কোনদিন পবিত্র কোরানের অবমাননা করেননি। তিনি যুদ্ধের সময় পবিত্র কোরান হাতে পেলে তা মুসলমানদের হাতে তুলে দিতেন।

শিবাজীর সেনাপতিরা ছিল মুসলমান। আওরঙ্গজেবের সাথে যোগাযোগের জন্য তিনি মুসলমানদের দৌতকার্য্যে নিযুক্ত। শিবাজীর সাথে মোগলদের যুদ্ধ হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ ছিলনা। এ ছিল কেন্দ্রের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে একটা অঞ্চলের স্বাধিকারের যুদ্ধ। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা শূদ্র শিবাজীকে সরিয়ে নিজেরাই ক্ষমতা দখল করেছে। এখনও তারা শূদ্রদের, অতিশূদ্র, নমশূদ্রদের প্রতারিত করে চলেছে। সাম্প্রতিক কালে তারা বর্ণবাদীদের বিরুদ্ধে, ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। নতুন ভারত আত্মপ্রকাশ করছে। বাদশাহীর যুগ, পাদপাদশাহীর যুগ শেষ হয়েছে। আর্যদের দেশ ইরানেও বাদশাহী খতম হয়েছে। সকল কবির কাজী, কাজী নজরুল ইসলামের কথায় বলতে হয়।

"সাম্যের যুগ বেদনার যুগ আজি
কেহ রহিবেনা বন্দী কাহারো ঘন্টা উঠেছে বাজি।"
ঘোর অমানিশা ভেদ ক'রে বুজি সুপ্রভাত আসছে
"জগতে সুপ্রভাত—
শয়তান আজ খোদার নামে করিছে নান্দীপাঠ।"

Scanned with CamScanner

আল-কুরআনের সাথে কথোপকথন

সংকলক

১) **আমি বললাম আমি ব্যর্থ**- আল্লাহ বলেন বিশ্ববাসীরা সফল হয়।

২) **আমি বললাম আমার জীবনে অনেক কষ্ট**- আল্লাহ বলে, নিশ্চয় কষ্টের সাথে আছে স্বস্তি। (সূরা আলাম নাশরাহ ৯৪:৬)।

৩) **আমি বললাম আমাকে কেউ সাহায্য করে না**- আল্লাহ বলেন, মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (সূরা রুম ৩০:৪৭)

৪) আমি বললাম আমি দেখতে খুবই কুৎসিত। আল্লাহ বলেন, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম আকৃতিতে। (সূরা আত তীন ৯৫:৪)

৫) **আমি বললাম আমার সাথে কেউ নেই**- আল্লাহ বলেন ভয় করো না আমি তোমার সাথে আছি। (সূরা ত্বহা ২০:৪৬)।

৬) **আমি বললাম আমার পাপ আনেক বেশি**- আল্লাহ বলেন আমি তওবাকারীদেরকে ভালোবাসি (সূরাবাকারা । (সূরা ত্বহা ২:২২২২)।

৭) **আমি বললাম আমি সব সময় অসুস্থ থাকি**- আল্লাহ বলেন, আমি কুরআনকে রোগের নিরাময় হিসাবে পাঠিয়েছি। (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৮২)।

৮) **আমি বললাম দুনিয়াকে আমার ভালো লাগে না আমার কিছুই নেই**- আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (সূরা দোহা ৯৩:৪)।

৯) **আমি বললাম বিজয় অনেকদূরে**- আল্লাহ বলেন, আমার সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী। (সূরা বাকারা ২:২১৪)।

১০) **আমি বললাম, আমার জীবনে খুশি নেই**- আল্লাহ বলেন, শীঘ্রই তোমার রব এত বেশি দিবেন যে, তুমি খুশি হয়ে যাবে। (সূরা দোহা ৯৩:৫)।

১১) **আমি বললাম আমি সবসময় হতাশ**- আল্লাহ বলেন, আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দু:খ করো না। (আল ইমরান ৩:১৩৯)।

১২) **আমি বললাম আমার কোন পরিকল্পনা সফল হচ্ছে না**- আল্লাহ বলেন, আল্লাহ সর্বোত্তম পরিকল্পনা কারী (সূরা আলইমরান ১৩:৫৪)।

১৩) **আমি বললাম, প্রিয় জিনিসটি পেলাম না**- আল্লাহ বলেন, তোমরা হয়তো এমন জিনিসকে পছন্দ করছো, যা তোমাদের জন্য অকল্যাণ কর। (বাকরাহ ২:১৬)। অবশ্যই তুমি পাবে যা তোমার থেকে চলে গেছে তার চেয়ে ও উত্তম। (সূরা আনফাল ৭০)।

১৪) **আমি বললাম সুখ কখন আসবে**- আল্লাহ বলেন, আল্লাহ কষ্টের পরেই সুখ দেবেন। (তালাক ৬৫:৭)।

Scanned with CamScanner

ফ্রান্সের বোকামী

নুরআমিন—

ফ্রান্স থেকে জ্ঞানীগুণী মানুষ নিকট অতীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেমন দার্শনিক রেনান যার সাথে ডায়ালগ হয়েছিল তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনিষী জামালুদ্দিন আফগানীর। আফগানী তাঁকে বুঝিয়েছিলেন বিশ্বের উন্নতির জন্য প্রচলিত ধর্মসমূহের পরিবর্তন জরুরী কিন্তু মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইসলাম ধর্মের পরিবর্তন ক্ষতিকর। বিশ্বের উন্নতির জন্য ইসলাম কে মজবুতির সাথে আঁকড়ে থাকা জরুরী। রেনান তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং বলেছিলেন তাঁকে দেখলে প্রাচীন যুগের অর্থাৎ সাহাবা যুগের মানুষ বলে মনে হয়।

এই ফ্রান্সেই জন্মে ছিলেন বের্গসঁ বা বার্গস যার সাথে ডায়ালগ হয়েছিল জামালুদ্দিন আফগানীর শিষ্য আল্লামা ইকবালের। আরবের সৈয়দ জাদারা বের্গসঁর কাছে জ্ঞান আহরণ করতে যেতেন তারা যখন আরবী নবীর প্রদত্ত জ্ঞান বঞ্চিত হয়ে ইউরোপের কাছে জ্ঞান ভিখারী হয়েছিলেন। বের্গসঁ কালতত্ত্ব সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানী হয়েছিলেন। মহানবীর (দ:) কল্যাণে ইকবাল কালতত্ত্ব সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তাই তিনি বের্গসঁকে জ্ঞানদান করতে গেলেন। তিনি তাঁকে বিশ্বনবীর হাদীস শোনালেন। আল্লামা ইকবাল বললেন বিশ্বনবী (দ:) বলেছেন কালকে গালি দিওনা কেননা কালকে গালি দিলে আল্লাকে গালি দেওয়া হয়। এ হাদীস শোনামাত্র বের্গসঁ শোফা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়লেন মহানবীকে (দ:) শ্রদ্ধা জানাবার জন্য।

জ্ঞানের দেশ ছিল ফ্রান্স। এখানেই এসেছিলেন রুশো, ভলটেয়ার প্রমুখ অসংখ্য জ্ঞানী মানুষ। এই জ্ঞানী মানুষের দেশে আশ্রয় নিতে গিয়েছিলেন রুহুলুল্লাহ খোমেনী (রহ:) কেননা রুহুল - কুদ্দুস হযরত ঈশার (আ:) উম্মত ছিল ফরাসীরা। সোলেমান ফারসীর দেশ থেকে গিয়েছিলেন ফরাসীদের (ফ্রেঞ্চ) রাজধানী প্যারিসে। এই প্যারিস হয়ত এককালে ছিল ফারেস। দুনিয়ার এই দুটো হলো চারুকলা ও কারুকলার দেশ। কাব্য, কবিতা, ভাষা ও সৌন্দর্যের দেশ। তারা উভয়েই ছিল বর্ণবাদী আর্য। বিশ্বনবীকে মনে প্রাণে গ্রহণ করার জন্য ইরান এখন বর্ণবাদ বিরোধী সার্বজনীন মানবতাবাদী। তুরস্ক খেলাফত আলা মিনহাজুন নবুয়ত গ্রহণ করার ফলে মানবতাবাদী। গ্রীস রোমের আদর্শ গ্রহণ করার ফলে তারা শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী। এই বর্ণবাদ তুলতেই আগমন ঘটেছিল নবী, পয়গম্বর ও তীর্থংঙ্করদের। প্লেটোর আদর্শও তারা গ্রহণ করেনি। তারা গ্রহণ করেছিল এ্যারিষ্টটল, আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ান, হিটলার ও মুসোলিনীর আদর্শ। এদের সকলেই ছিল

Scanned with CamScanner

সাম্রাজ্যবাদী, অত্যাচারী ও ভাগ্যহত। হযরত মোহাম্মদের (দ:) আদর্শ তারা গ্রহণ করতে না পারেন না করুন কিন্তু তাঁর উপর আক্রমণ করতে গেলেই বিপদে পড়বেন কুরশী ওয়ালারা যেমন আরবের বর্ণবাদী কোরেশরা পড়েছিল। ফরাসী প্রেসিডেন্ট যদি রেনান, বের্গসঁ প্রমুখ জ্ঞানী ব্যক্তিদের অনুসরণে মুসলিম জাহানের নেতৃবর্গকে গোলটেবিল বৈঠকে আহ্বান জানাতেন তাহলে তা হতো সর্বোত্তম পথ। বিনা যুদ্ধে যদি সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি না ছাড়েন তাহলে ভূমিপুত্ররা সাম্রাজ্যবাদীদের রেহাই দেবেনা। ফরাসীরা চন্দন নগর ছেড়ে বেঁচে গেছে। ওলন্দাজরা গোয়া দমন দিউ ছেড়ে বেঁচে গেছে। মার্কিনরা আফগানিস্তান ছেড়ে বেঁচে গেছেন। ফরাসীরা আফ্রিকা ছেড়ে গেলে বেঁচে যাবেন অন্যথায় মহম্মদ (দ:) বিরোধিতার পরিণাম হবে মারাত্মক। ফরাসীরা আল্লামা ইকবালের পয়ামে মাশরিক পড়ে শিক্ষা নিলে বেঁচে যাবে। ইকবাল তো মুসোলিনীর সাথেও দেখা করতে গিয়েছিলেন। বড়ত্বের অহংকার ছাড়তে হবে। অন্যথায়—

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

মহানবীর পিছনে লেগে সবাই বরবাদ হয়েছে। আল্লাহ পাক যাকে বরবাদ করতে চান তাঁকে মহম্মদ বিরোধী বানিয়ে দেন। আবুলাহাব, আবুজেহেল, ওতবে অলীদ, রুশদী, তসলিমা, দায়ুদ হায়দার সকলের পরিণতি হয়েছে নিষ্করুণ। এমনকি রুস্তমের প্রভু ইরানের শাহান শাহ রসুলুল্লার দূতকে অপমান করার ফলে রাষ্ট্র হারান। ফরাসী প্রেসিডেন্ট দেওয়ালের লেখা পাঠ করতে পারেননি। কালের বিচারে আজ সক্রেটিসও নির্দোষ। সেদিন গ্রীসের গণতান্ত্রীরাও ভুল করেছিল। ইহুদীরা হযরত ঈশাকে (আ:) শূলে চড়াতে গিয়ে ভুল করেছিল। খৃষ্টবাদীরা ক্রুসকে সত্য মেনে ক্রুসেড করে ভুল করেছিল। জর্জ বুশের ক্রুসেড ব্যর্থ হয়েছে। ফ্রান্সের ক্রুসেডও ব্যর্থ হবে। সালাহউদ্দিনরা আবার ফিরে এসেছে সিরিয়ায়। হযরত মহম্মদ (দ:) আছেন মুসলমানদের হৃদি কন্দরে ও আল্লার স্মৃতিফলকে। মহম্মদকে (দ:) যে কষ্ট দেবে, অপমানিত করবে সে আল্লার রোষানলে পুড়ে ভস্মীভূত হবেই ইনশাল্লাহ। আল্লামা ইকবালের ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্ববাসীকে সতর্ক করুক-এই আমাদের প্রার্থনা :-

"মরক্কের মরু চীনের পল্লী যে নামমন্ত্র করিছে গান
মুসলিম বক্ষে বিশ্বাসে আর রয়েছে ঈমানে দীপ্তিমান
দেখিবে জগৎ প্রলয় অবধি এ বিশ্বের
বুঝিবে মহিমা খোদার কালাম রাফায়ানালাকা
জিকরাকের"

অর্থাৎ - যতদিন যাবে মহম্মদের নামের মহিমা উজ্জ্বল হবে। শেষ যামানায় মহম্মদের পক্ষে অস্ত্র হাতে স্বয়ং ঈশা (আ:) আসবেন। পোপ-পাদরি, রোমান-ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টান, ইহুদী, বেহুদা ফ্রান্স নির্লজ্জ, বেহিয়া, বখিল নবী বিরোধী পুরোহিত-পান্ডা, হেরেম-শরীফের পান্ডারাও রণে ভঙ্গ দেবে। এটাই বিশ্বের ভবিতব্যতা। যার কান আছে সে শুনুক, যার চোখ আছে সে দেখুক, যার দিল আছে সে বুঝুক।

Scanned with CamScanner

ইবনুয যবীহাতাইন হজরত মহম্মদ (দ:)

সেখ সামাদুল করিম—

হজরত নবী করীম (স:) এর একটি লকব ছিল ইবনুখ যবীহাতাইন, এর অর্থ আল্লাহর রাস্তায় কোরবানীর উদ্দেশ্যে পেশকৃত দুই মহাপুরুষের সন্তান। এঁদের প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন হজরত ইসমাঈল (আ:)। হজরত ইব্রাহীম (আ:) এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত ইসমাঈলের (আ:) বংশ ধারা পরবর্তীতে যাঁরা 'কুরাইশ' নামে খ্যাত হয়েছিলেন সেই বংশধারায় হজরত মহম্মদ (সা:) এর জন্ম হয়েছিল। হজরত ইসমাঈলকে (আ:) আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী করার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা হজরত ইব্রাহীম (আ:) কর্তৃক পবিত্র মক্কার উপকন্ঠে মিনার প্রান্তরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা সর্বজনবিদিত। কোরবানীর জন্য মনোনীত দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন হজরত রসুলুল্লাহর পিতা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুত্তালিব। পবিত্র কাবা প্রাঙ্গনে অবস্থিত জমজম কূপ কালের বিবর্তনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। রসুলুল্লাহর (স:) দাদা আবদুল মুত্তালিব এই পবিত্র কূপটি পুনরুদ্ধার করার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। একদা স্বপ্নযোগে তাঁকে জমজম কূপের নিশানা দেখানো হল। তিনি সে স্থানটি খনন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন কিন্তু তাঁর গোত্রের লোকেরা প্রবল আপত্তি উত্থাপন করলেন কারণ আবদুল মুত্তালিব যে স্থানটি খনন করতে যাচ্ছিলেন সেখানে 'আসেফ' ও 'নায়েলা' নামের দুটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। কুরাইশরা এই যুগল মূর্তি স্থানান্তর করতে সম্মত হচ্ছিলনা। শেষ পর্যন্ত মারদাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আবদুল মুত্তালিব এই মর্মে মানত করলেন যে, যদি আল্লাহপাক শান্তিপূর্ণভাবে পবিত্র জমজমকূপ উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে তাঁর দশ পুত্রের মধ্যে থেকে এক পুত্রকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী দেবেন। অত:পর কিছু চেষ্টার পরই জমজম কূপের সন্ধান পাওয়া গেল।

অত:পর কোরবানীর পালা। আবদুল মুত্তালিব মানত পূর্ণ করার জন্য দশ পুত্রের মধ্যে থেকে এক পুত্রকে নির্বাচিত করার উদ্যোগ নিলেন। যত বারই বাছাই করা হয় ঘুরে ফিরে আবদুল্লাহর নামই আসতে লাগল। ফলে আবদুল মুত্তালিব তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্র আবদুল্লাহকেই কোরবানী দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁর পরিবারের সদস্যগণ এবং গোত্রের লোকেরা আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহর ফিদিয়া স্বরূপ একশ উট কোরবানী করা হল। আবদুল্লাহর জীবন বাজিরাখা এবং তাঁকে কোরবানীর জন্য মনোনীত করা হয়েছিল বলে আবদুল্লাহর পুত্র সাইয়্যেদুল কাওনাইন হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (স:) এর একটি উপাধি হয় ইবনুখ যবীহাতাইন। প্রথম কোরবানীর জন্য পেশকৃত হজরত ইসমাঈল (আ:) এবং দ্বিতীয়বার পেশকৃত ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মুত্তালিব (তারীখে ইসলাম)। আল্লাহ্ বলেন "হে নবী তোমার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর আর কোরবানী কর" তাই আহলে বাইত এর সদস্য আলী (রা:) ও আলীজাদা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জানমাল কোরবানী করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর ঘোষণা "যারা আল্লাহর রাস্তায় মারা গেছে তাদের মৃত বলোনা বরং তারা জীবিত তোমরা বুঝতে পারনা"

মুহাম্মাদাবাদ বনাম কোরআনবাদ

ইসালামী প্রজাতন্ত্র ইরানের একটি গ্রামের নাম মুহাম্মাদাবাদ বর্তমান গ্রামটির নাম কোরআনবাদ

Scanned with CamScanner

কারণ এই ছোট্ট গ্রামে রয়েছেন ৬৩ জন কোরআনের হাফেজ যাদের বক্ষে ৩০ পারা কোরআন সংরক্ষিত রয়েছে। ১২০০ অধিবাসীর এই গ্রামটি ইরানের শিরাজ শহর থেকে ১৭৫ কিমি পূর্বদিকে অবস্থিত এস্তেবহন জেলার দেহেস্তন অঞ্চলের এই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই আগে পবিত্র কোরআন সাধারণ ভাবে ও সাবলীল ভাবে পড়তে পারতেন না। দেহেস্তনের একদল আলেম ১৯৯৬ সালে এখানে গড়ে তোলেন 'বাইতুল আহজানে হজরত জাহরা' নামের পবিত্র কোরআন শিক্ষা বিষয়ক একটি বেসরকারী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে এখানে কেবলই পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের ক্লাস করানো হত অর্থাৎ ক্লাসে শেখানো হত কিভাবে কোরআনের আয়াত দেখে দেখে পড়া যায় এবং কিভাবে তেলাওয়াত সাবলীলভাবে করা যায়। গোটা এস্তেবহন জেলায় পবিত্র কোরআনের একজন হাফেজও ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানে ২০০১ সালে চালু করা হয় পবিত্র কোরআন মুখস্থ করা তথা হেফজের ক্লাস। আর মাত্র এক বছরের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান জাতিকে উপহার দেয় পুরো কোরআনের সাতজন হাফেজ। আর ২০০১ সাল থেকে এ পর্যন্ত এই মহতী প্রতিষ্ঠান উপহার দিয়েছে পবিত্র কোরআনের ২০০ জন হাফেজ যাদের মধ্যে ৬৩ জন হলেন মুহাম্মাদাবাদ গ্রামের। বর্তমানে সারা ইরানে বেসরকারি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রয়েছে ১৬৫টি শাখা এবং এই প্রতিষ্ঠান জাতির সামনে পেশ করেছে প্রায় ১৫০০ জন কোরআনের হাফেজ। ইন্দোনেশিয়া ও আফগানিস্তানের ছাত্রসহ অনেক বিদেশী শিক্ষার্থী বেসরকারি এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছেন কোরআনের হাফেজ হওয়ার জন্য। বর্তমানে প্রতিবছর এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় তিন লক্ষ বার কোরআন খতম (পুরো কোরআন তেলাওয়াত) করা হয়। এই গ্রামে কোরআন শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য সেখানকার অধিবাসীদের অনেকেই জমি, ফলের বাগান ও ভবন ওয়াকফ করেছেন।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনাই কয়েক বছর আগে মন্তব্য করে ছিলেন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে অন্তত দশ হাজার নতুন যুবক হাফেজ গড়ে তোলা উচিত। সাম্প্রতিক বছর গুলিতে ইরানে কোরআন শিক্ষা ও চর্চা বিষয়ক নানা সরকারি এবং বেসরকারি কার্যক্রম জোরদার হয়েছে।

ইরানে পবিত্র কোরআনের হাফেজ ও পেশদার কোরআনে ক্বারীকে মাষ্টার্স ডিগ্রি দ্বারা স্বসম্মানের সনদ দেওয়া হয়। অখন্ড ভারতে আমাদের যোগ্য পূর্বসূরী সংগ্রামী নায়করা এলাহবাদ (ALLAHA BAD) আহমদাবাদ ও ইসলামাবাদ করে ঈমানের স্বাদ পেয়েছেন। এছাড়াও দারুল উলুম করে গেছেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের এমন হাঁড়ীর হাল কেন এ নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করা দরকার। তাঁরা গাজী হয়ে গাজীয়াবাদ কায়েম করেছে। আমরা হাজী হয়ে হাজীদের খাদেম হয়ে জায়নবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদে গোলাম হয়েছি। কি লজ্জা! তাঁদের পীরমুর্শিদ ছিল সংগ্রামী, তাই মুর্শিদাবাদ হয়েছিল। আমরা গান্ধিবাদ, মার্কসবাদ, সুভাষবাদ করে বরবাদ হয়েছি। আল কোরআনো হুজ্জাতুল লাকা ওয়া আলাইকা।

''প্রকৃত পক্ষে চক্ষু অন্ধ হয়না বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়''

আল কোরান —

''যে আল্লার কিতাবের পথ ধরে সে দুনিয়াতে বিপদগামী হয়না এবং পরকালে হয়না দুর্ভাগা''

(মিশকাত)

সৌজন্যে -মোদাসসের

Scanned with CamScanner

হিন্দুরা আজ বেরাদারানেহিন্দ

প্রভাকর গুপ্ত—

দাজ্জাল এখন মুসলিম জাহানকে ঘিরে ছিল। এখন বাঘকে মুসলিম ছাগল চরানেওয়ালারা ঘিরে ফেলেছে। ঘিরে ফেলেছে ইয়াহুদ ও হনুদদের ব্রাদারানে হিন্দ বা হিন্দু ভাই। মুসলমানরা আজ দিল্লির দাঙ্গায় মন্দিরের একখানা ইটও ভাঙেনি। আক্রান্ত হয়েও হিন্দুদের গায়ে হাত দেননি। মুসলমান হেরেছে, ইসলাম জিতেছে। তাই সারা বিশ্ব ইসলাম ও বিশ্ব মানবতাদের কান্নায় কাঁদতে শুরু করেছে। এতদিন আমাদের দু:খে শিয়ালরা, কুত্তারা কাঁদত এখন মানুষরা আমাদের দুঃখে কাঁদছে। নুসরত মিনাল্লাহ এসে গেছে। এখন চোরদের চৌকিদার কাঁপছে। এখন তাদের দুঃখে কাঁদবার লোক আর কেউ নেই হতভাগা ইহুদীরা ছাড়া। বিন সালমানের জন্য কাঁদবার কেউ নেই। যে ছিল আমাদের চৌকিদার জীগরি দোস্ত। এখন বিন সালমানের একমাত্র দস্ত হলো জায়নবাদী ইহুদী। তারা একজোট হয়েছে ইমাম মেহেদীকে মক্কায় ঢুকতে দেবেনা বলে। অথচ মহানবী (দঃ) বলেগেছেন ইমাম মেহেদী খোরাসান থেকে বার হয়ে মক্কায় বাইতুল্লাহ কাবাতে ঢুকবেন এবং কেউ তার গতিরোধ করতে পারবেনা। তিনি এই নির্বোধ সালমানের নয়, জ্ঞানী সোলেমানের (আঃ) রাজ্য রাজধানীও উদ্ধার করবেন। হজরত ঈশা বিন মরিয়ম (আঃ) এর পৃষ্ঠ পোষকতায় এবার রমযানে কাবায় তাঁর আত্ম প্রকাশের সম্ভাবনা আছে তালেবানরা গালেবান হবার পর।

এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প তালেবানদের সাথে দুই দশক ধরে যুদ্ধ করবার পর লজ্জা জনক সন্ধি করে পশ্চাৎপসরন করে বলছে তালেবানরা আফগানিস্তানে (সাবেক নাম খোরাসান) ক্ষমতা দখল করতে পারে। এখন আসরাফ ঘানিকে তাদের আত্মরক্ষার ভার তাদের নিজেদেরই নিতে হবে। এই সময় 'যো পলায়তি শো জীবতি' এই নীতি অনুসরণ করে নাদান ঘানি যদি রণে ভঙ্গ না দেয় তবে তার হালত হবে তার পূর্ব সূরী নুর মহম্মদ তারাকি অথবা নুর আমিনের মতো।

ট্রাম্প বাগদাদ খলিফার দলকে অর্ন্তঘাত মূলক কাজ করবার জন্য পাঠিয়েছে। এই ভাড়াটে গুন্ডা হঠাৎ পিস্তল চালিয়ে ৩০/৩২ জন নীরিহ মানুষকে হত্যা করে গোলোযোগ সৃষ্টি করার প্রয়াস জারি করেছে। ঘোলা পানিতে মাছ ধরবার জন্য। ইনশাল্লাহ এই প্রয়াস কার্যকারী হবে না। আফগানরা আজাদ সরকার প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়বে খোদার দয়ায় এবং কাবা হবে ইরানিদের সাথে মিলিত হবে সিরিয়ার দামস্কে। এরদোগানের সাথেও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আশাদের সমঝোতা হতে চলেছে রাশিয়ার পুতিনের প্রচেষ্টায়। মুসলিম জাহান দ্রুত ঐক্য সংহতির পথে ধাবিত হচ্ছে। হারাম মাসে

Scanned with CamScanner

রজবে হাদিয়ে যামানরা আপোষে অস্ত্র সংবরণ করে নেবে। ইনশাল্লাহ খোদার দয়ায়। মুসলমানের কান্নার মাঝে বাদল হাওয়ার আসর রয়েছে। তেহেরান মুসলিম বিশ্বের 'জেনেভা' হবে খামেনাই এর নেতৃত্বে যেহেতু তার পূর্ব পুরুষরা ছিল বামুন জাদা ইকবালের মতো কাশ্মীরেরই লোক। ভারতবর্ষের সম্পর্কে তিনি বহিঃ ভারতের সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। হাজার বছরের মধ্যে যার মতো জ্ঞানী ব্যক্তি মুসলিম জাহানের মধ্যে কমই এসেছেন। আল্লামা ইকবাল বলে গেছেন—

"মুসলিম তুমি হৃদয় রাখো আশায় আশায়
খোদা কভু ভুল করেনা তার কারার নামায়।
মুসলিম ফের পাবে ফিরে খোদার দয়াই
হিন্দি মেধা, তুর্কী বাহু, আরব্য সে কথার ধরণ।
পাক ধরনের কেতাব খানি নতুন করে হবে বাঁধাই
হাসেমি এই শুষ্ক শাখায় আবার হবে পাতার বাহার।"

পাকিস্তান ইরান সেই হিন্দি মেধা, তুর্কী, আফগান ও তুর্কী মেনিস্তান সেই তুর্কী বাহু সবাই মুরীদ এরা পাককালামের। সবাই কোরানের ভিত্তির উপর অকাট্য কথা বলতে শিখবে। সবাই সব কথা বাদ দিয়ে বলবে 'কালালল্লাহে তায়ালা' আল মুসলেমুন ইখওয়ানুন অর্থাৎ মুসলমানরা সব ভাই ভাই।

চীন আমার আরব আমার, হিন্দুস্তান আমার নহেকো পর
জাহান জোড়া মুসলিম আমি সারাটি বিশ্বে বেঁধেছি ঘর।

ইমাম মেহেদী বলবেন এটা আরব জাতীয়তাবাদীদের ঘর হতে পারে না। এটা একদিন আরবদের হয়েছিল এজন্য যে তারা ইসলামের নিশানবর্দার ছিল। কিন্তু আরবরা এখন ইসলামতো দূরের কথা মুসলমান ভাইয়ের কান্নায় তার পাষান হৃদয় গলে না। ইসলাম ও মুসলমানদের কসাইকে যে সমাদার করে সে প্রাচ্যের হোক, পাশ্চাত্যের হোক সে তো আবুজেহেলের ভাইরা ভাই। সারা বিশ্বের মসজিদ ভেঙে মন্দির হলেও কাবার ইমাম মুখে কুলুপ এটে থাকেন। ইসলামের এই গাদ্দারদের হাতে কাবা থাকতে পারে না। তারা আবার বলবে কালা রাসুলুল্লাহে তায়ালা অর্থাৎ অল্লাহর রসূল (দঃ) বলেছেন আরবের উপর অনারবের কোন প্রাধান্য নেই। আরব, আজম যেই হোক যে বা যারা সবচেয়ে বেশি খোদা ভীরু সুনিতী পরায়ণ, ন্যায় ও ইনসাফের পতাকাবাহি সেই হবে বাইতুল্লার মালিক। আল্লাহ মানুষের মাঝে কোনো মোল্লার মতোওয়াল্লি থাকবে না। মুসলমানের কান্না যার কানে ঢোকেনা সেই কালা-বোবা কুম্ভকর্ণেরা হাজিদের পানি পান করানোয় কোনো নেকী নেই। নেকী হচ্ছে ঈমান আনার পর ইসলামে আন্দোলনের জন্য জেহাদ। আরবরা এ কাজ না করার দরুণ আব্বাসীদের বাগদাদ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। তাতারিদের হাতে তার পুনরুদ্ধার হয়। তাতাররা ছিল তুর্কী। তারা ছিল অপরাজেয় যোদ্ধা। কিন্তু তারা দুনিয়া পূজক হওয়ার কারণে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গোলাম হয়। কামাল পন্থীরা আজও ইসলামের জন্য জেহাদ করতে রাজি নয়। তারা তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করতে

বাকী অংশ ১৯ পৃষ্ঠায়

Scanned with CamScanner

ধ্বংসের পথে যুবসমাজ

আনসারুল আব্বাস—

বর্তমান যুবসমাজ আজ পাবজি ও ফ্রি-ফায়ার গেমে ব্যস্ত। কেউ বা টিক টক, কেউ বা ফেসবুকে, কেউ ম্যাসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ এ অবৈধ চ্যাটিং এ ব্যস্ত। কেউ বা মোবাইলে গার্লফ্রেন্ড এর সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। কেউ আই পিএল খেলায়, কেউ মেলায় অথবা কেউ অশ্লীল পর্ণ সিনেমায়, সিরিয়াল, অশ্লীল গান বাজানো নিত্য নিয়ে ব্যস্ত। এর সাথে নেশা দ্রব্য জিনিস গুটখা, খইনি, পান, বিড়ি, সিগারেট, মদ, গাঁজা, জোয়া প্রভৃতি নেশায় ডুবে আছে। যার পরিনতিতে বেড়ে চলেছে।

যে যুব সমাজ ছিল সভ্যতার মূল চালিকা শক্তি। সমাজকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলা ছিল তাদের দায়িত্ব। আজ সেই যুব সমাজ এই ভ্রান্ত পথে পা বাড়িয়েছে। তারা আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান, ও নীতি নৈতিকতার চর্চা বাদ দিয়ে অপসংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ফলে আমাদের দেশ তথা সমাজ ভয়ংকর ক্ষতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই এই যুব সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের সুশীল সমাজের মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে। তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে।

পবিত্র কুরআন ও যুবসমাজ

পবিত্র কুরআনে যুবসামাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে আল্লাহ তা আলা বলেন, "তিনি (মুসা আলাইহিস সালাম) যখন পূর্ণ যৌবনে পৌঁছেছিলেন, তখন তাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাদান করলাম। (সূরা কাসাস: আয়াত - ১৪)

আসহাবে কাহাফের ৭ ব্যক্তি ও ছিল যুবক। যারা এক আল্লাহর ইবাদতে বিশ্বাসী ছিলেন। যাদেরকে শত্রুর হাত থেকে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন যুবকেরা পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন দোয়া করে-হে আমাদের পালন কর্তা আমাদেরকে (তোমার) নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুণ। এবং আমাদের কাজ কর্ম সহজ করে দাও, তুমি আমাদের সঠিক পথ দেখাও (সূরা কাহাফ: আয়াত -১০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল) আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্তি সঠিক ভাবে বর্ণনা করেছি। তারা ছিল কয়েক জন যুবক। তারা তাদের পালন কর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। (সূরা কাহাফ আয়াত-১৩)।

একান্তই যারা যৌবনে ইবাদত বন্দেগি ত্যাগ করে বিপথে জড়িয়ে গেছে, তাদের ফিরে আসার জন্য আল্লাহ তা আলার রহমতের দরজা খোলা। তাদেরকে নিরাশ না হতে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন – '(হে রাসূল) আপনি বলুন হে আমার বান্দাগণ ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা যুমার আয়াত - ৫৩)।

যুব সমাজ ও হাদীস

নবী করিম (স:) বলেন সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তার কিয়ামতের দিন তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেবন। এর মধ্যে দ্বিতীয়

Scanned with CamScanner

শ্রেণির মানুষ হলো সে সব যুবক-যুবতি; যারা তার রবের ইবাদতের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছে।' (বুখারি)

প্রিননবী (স:) আর ও বলেন, 'কিয়ামতের দিন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া ব্যতীত মানুষকে এক কদম নড়তে দেয়া হবে না; তার মধ্যে একটি হলো - 'সে তার যৌবনকাল কোন পথে ব্যয় করেছে। (তিরমিযি)।

অন্য হাদিসে তিনি ৫টী অবস্থার পূর্বে ৫টি অবস্থাকে মর্যাদা দেয়ার কথা বলেছেন, তন্মধ্যে একটি হল – 'তোমরা বার্ধক্যের আগে যৌবনকে মর্যাদা দাও'। (বুখারী)।

বর্তমান সময়ে যুবসমাজের সার্বিক অবক্ষয়ের বড় কারণ হলো সন্তানদের প্রতি পরিবারের দায়িত্বশীলদের যথাযথ তদারকির অভাব। সমাজের অনেক পিতামাতা নিজ সন্তানের চলাফেরা ও গতিবিধির প্রতি লক্ষ্যই রাখে না।

তাই যুবক-যুবতী যৌবনের উচ্ছলতায় বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ভুল পথে যাতে পা না বাড়ায় সেদিকে আগে থেকেই দায়িত্বশীল অভিভাবকদের সতর্ক থাকা জরুরি।

Kazi communacation
MOBILE :: XEROX :: S.T.D.
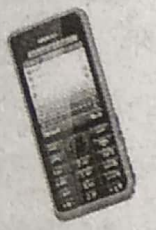
New Mobile Set Available Here
Gangarampur, Uluberia, Howrah
Ph.- 9831748749//03328292729

Mob:- 8100452370
সাফা মেডিশপ
কেমিষ্ট এণ্ড ড্রাগিষ্ট
মানিকপুর, কুলগাছিয়া (দ:) হাওড়া (স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে)
শুক্রবার সকালে বন্ধ

Scanned with CamScanner

মহাথির মহম্মদ-উত্থান ও পতন

নাসিম হাসান—

মালয়েশিয়ার বর্ষীয়ান প্রধান মন্ত্রী মহাথির মহম্মদ অবশেষে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। মালয়েশিয়ার জোট সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। চুক্তি ছিলো তিনি প্রথমার্ধে প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয়ার্ধে জোট সঙ্গী ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী ইব্রাহীম আনোয়ারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ করে আইনি প্যাঁচ কষে প্রধানমন্ত্রী থাকার চেষ্টা করে মালোশিয়ার রাজনীতিকে কলুষিত করেন। ক্ষমতার লোভ বড় লোভ। এই লোভ মানুষের সব ভালো কাজকে নষ্ট করে দেয়।

ইতিপূর্বে আফগানিস্তানের রব্বানি সাহেব প্রধানমন্ত্রী হয়ে চুক্তিমত হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হতে দেননি। ফলে গৃহ বিবাদে. আফগানিস্তানে দুই দশক ধরে গোলোযোগ চলতে থাকে। রব্বানি নিহত হন। চুক্তি ভঙ্গ করা সবচেয়ে বড় অপরাধ। সূরা মোমেনিনে বলা হয়েছে চুক্তি, ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। চুক্তি ভঙ্গকারী হলো মুনাফেক। সে জান্নাতে যাবে না, দুনিয়াও হারাবে।

পাকিস্তানে জিয়াউল হক ক্ষমতা দখল করে তিন মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু নানা অজুহাতে থেকে ছিলেন ৯ বছর। বিমান দুর্ঘটনায় নিহত না হওয়া পর্যন্ত পদ ছাড়েননি। তিনি ছিলেন আয়ুব খাঁর ভক্ত। আয়ুব খাঁ অনেক পাঁয়তারির পর ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সরে পড়লেন। শ্রীমান ভুট্ট পাকিস্তান ভেঙ্গে ক্ষমতায় এলেন। তিনি দ্বিতীয়বার কারচুপি করে ক্ষমতায় এলেন। জনরোষে পড়ে গণআন্দোলনের নায়ক মৌলানা মওদূদীর (রহ:) শরণাপন্ন হলেন। তিনি তাকে পদত্যাগ করে নির্বাচন দিয়ে জনরোষ প্রশমিত করতে পরামর্শ দিলেন। নসিহত কেউ শোনে না কি ! তার পরিণতি সকলের জানা।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো কেউ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। মহাথির মহম্মদও অশেষ যোগ্যতা সাত্ত্বেও ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিলেন না। ৯৪ বছর বয়স হয়ে গেছে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি নেই এমন নয় তবুও ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার কোনো মানে হয় ? কেউ কোন একটা পদ যদি পেয়ে যায় তা ছাড়বার নাম নেয় না। যেনতেন প্রকারে থাকতে হবে এই যাদের নেশা তারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয় হারায়। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র যত অকল্যাণের কারণ। শাহ ফায়সালের অনেক গুণ ছিল। তিনি মৌলানা মওদূদী (রহ:) পাকিস্তান ছেড়ে সৌদি আরব তাঁকে উপদেষ্টা হিসাবে পেতে চেয়েছিলেন। তিনি তা অস্বীকার করেন। তিনি শাহ ফয়সালকে অনুরোধ করেছিলেন যে আল্লাহপাক তাকে বিপুল তৈল সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে তিনি যেন মেধা সম্পন্ন লোকদের তাঁর পাশে জোড়ো করেন। শাহ ফয়সাল বলেন এতে আরবদের ক্ষতি হবে। ইসলামের লাভ হোক এটা কেউ চায় না। বিশ্বের মেধা শক্তির ফলে আরবের প্রগতি হলো আরবরা বিপুল পরিমাণে লাভবান হবেন এটা মোটা বুদ্ধির অধিকারী শাহদের মনে হয়নি। তাই মৌলানা মওদূদীর (র:) আগেই শাহ পটল

Scanned with CamScanner

তুললেন এ ধরনের বোকামির ফলে আয়ুও কমে যায়।

ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখবার জন্য লোক দেখানো কাজ করে কেউ ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না। এই লোকদেখানো কাজকে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার কাজ বলে চালানো হয়। এভাবে খাদেমূল কওম হওয়া যায় আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায় না।

আমাদের সকলকে মর্দে মোমিন হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ ও বান্দার সাথে কৃত চুক্তি পালন করা আবশ্যক। এ হলো মীযান। মীযানে হাত দেওয়া উচিত নয়। কাজ করবার অনেক রাস্তা আছে। মালয়েশিয়ার প্রথম প্রধান মন্ত্রী টংকু আব্দুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে উম্মতের স্বার্থে ও, আই, সির প্রথম সেক্রেটারী হয়েছিলেন। মহাথির মহম্মদ উম্মতে মহম্মদীর স্বার্থে মুসলিম জাহানের নেতৃত্বের শূন্যতা রয়েছে তা দূর করতে পারেন। এতে তাঁর ও মালয়েশিয়ার মর্যাদা বাড়বে। মুসলিম জাহানের জন্য তিনি অনেক কিছু করতে পারবেন। আল্লাহ পাক তাকে সুমতি দিন। তিনি শতায়ু হন আমরা এই কামনা করি।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ জনাব নাসীর আহমদ সাহেবের যুগোপযোগী বইগুলি সংগ্রহ করুন।

১. পবিত্র কোরান বোধ
২. সুরা মুলুক
৩. সুরা ফাতিহা বা সত্যের উদ্বোধন
৪. সুরা নুর বা আলোর পথের যাত্রী
৫. সুরা আয যুখরুফ
৬. সুরা নাহল
৭. সুরা আম্বিয়া
৮. সুরা হজ্জ
৯. সুরা কালাম
১০. সুরা তীন বা বোধীবৃক্ষ
১১. ইতিহাসের আলোকে আহলে বায়েতের ইমামগণ
১২. শিয়া সুন্নীর সহযোগিতা
১৩. দেখালো যারা চলার পথ
১৪. মহাস্মারক
১৫. ইতিহাসের আলোকে ফকিহ ও ফেকাহ
১৬. শয়তানের রণকৌশল
১৭. তাকওয়া ও সংগঠন
১৮. সূরা আনয়াম
১৯. স্বাধীনতা পূর্বযুগের বাঙালি মুসলমান
২০. মুসলিম জাহান

প্রাপ্তিস্থান :- ৯১২৩৬৩৮৬৯২/৯০৭৩৬৪৪৭৪৪

COMMITTED TO EXCELENCE
RAUNAQ
Finest PVC Profiles for
Door ☆ Interior ☆ Furniture
ISO9001-2008

Sk. Julfikal Hassan
Mob : 9830414136 / 7044932551
Authorised Dealer
New PVC Point
OT Road, Birshibpur,
Goruhata, Uluberia
Howrah, Pin - 711316

Scanned with CamScanner

তোমার অসময়টা দাও

নাসিম হাসান

বন্ধু তোমার সময় একদম নেই জানি
তাই অসময়টা তোমার কাছ থেকে চেয়ে
নিলাম।
তোমার অসময়টা দাও একটু পড়ার (ঐশী কেতাব)
কাজে,
একটু একটু করে পড়, থেমে থেমে পড়
এই ছিল মোর মহান রবের নির্দেশ।
বন্ধু তুমি এসব ভুলে চললে কোথায় ?
মনে হচ্ছে তুমি ব্যস্ত নেট দুনিয়ায়
ফেসবুক চ্যাট করতে করতে তোমার ঘুম, স্বাস্থ্য
সবই তো এখন বিপন্ন —
বন্ধু একটু থাম, না হলে থেমে যাবে এই বিশ্ব।
বন্ধু দুটি চোখ বন্ধ করে একটু দেখ
তোমার সামনে মহাকাল "শেষ বিচারের দিন।"
হিসাবের কাঠগোড়ায় তুমি হাজির।

আমি পর্দা বিরোধী

আনসারুল আব্বাস—

আমি পর্দা বিরোধী
কিন্তু জানালা দরজায় পর্দা পছন্দ করি।
আমি পর্দা বিরোধী।
বাজারের পর্দা বিহীন ফল খাই না।
আমি পর্দা বিরোধী
তবুও উলঙ্গ থাকা পছন্দ করি না।
আমি পর্দা বিরোধী
তবুও মা বোনেদেরে উলঙ্গ থাকা পছন্দ করি না।
আমি পর্দা বিরোধী
বাইরে মাছি বসা মিষ্টি তবুও পছন্দ করি না।
আমি পর্দা বিরোধী
তবুও সূর্যের প্রচণ্ড রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য
শরীর ঢেকে রাখি।
আমি পর্দা বিরোধী।
ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য শরীর ঢেকে রাখি।
আমি পর্দা বিরোধী
টেবিল চেয়ারের উপর তবুও পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখি।
আমি পর্দা বিরোধী
তবুও ধুলো বালির হাত থেকে রক্ষা জন্য
মোবাইল, টিভি, কম্পিউটার পর্দা দিয়ে ঢাকা রাখি।
আমি পর্দা বিরোধী ন্যাংটেশ্বর।

Scanned with CamScanner

উলুবেড়িয়ায় সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক সুবিধা যুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র

রেনবো

ক্লিনিক এণ্ড মেডিকেল সার্ভিস

বাজারপাড়া, উলুবেড়িয়া স্টেশনরোড (দঃ) হাওড়া

কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে নাম লেখান একদিন আগে সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৮টা

Ph.- (033) 2661-1617, Mob.- 9748493438/9874868931

উলুবেড়িয়া মেডিকেল হল ঔষধ কিনুন নিশ্চিন্তে

রেনবো ডায়াগনষ্টিক

উন্নত প্রযুক্তির ডায়াগনষ্টিক পরিষেবা

- আল্ট্রাসোনোগ্রাফী
- ইকো কার্ডিওগ্রাফী
- কালার ডপলার
- ইউ এস জি গাইডেড এফ এন এ সি
- সফট টিস্ট ইউ এস জি
- TVS Probe দ্বারা Follicular Study
- মহিলা ডাক্তার নিজে করেন
- অ্যাডভান্সড প্যাথোলজি
- এণ্ডোস্কপি
- ইসিজি (কম্পিউটারাইজড)
- স্পাইরোমেট্রি (পিএফটি)
- অডিওমেট্রি
- ইইজি
- ইএমজি
- এনসিভি
- ফিজিওথেরাপি

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৯০৩৬৯৭৪৪৯

সম্পাদক ও প্রকাশক - সাইফুর রহমান - শিরাকোল, দঃ ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত

Scanned with CamScanner